৩০৫৪

তারা বাই।

ঐতিহাসিক নাটক।

মহাত্মা কর্‌নেল্ টড্ সাহেবের প্রণীত রাজস্থান হইতে
সংগৃহীত।

৺গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা ;

ইং ১৯১৬।

[All rights reserved.]

S. S.
Acc. No ৭৭৫৭।
Date 8.1.2002
Item No. B/B-5721
Don. By

উপহার।

পতিপ্রাণা বীরাঙ্গনা তারার চরিত্র,
নাটক-পটেতে তার করিয়ে সুচিত্র,
আদরে বঙ্গ-মহিলাগণেরি সদন,
উপহার রূপে করিলাম সমর্পণ।
প্রার্থনা করি গো আমি সবার নিকট,
দর্শন করেন যেন সকলে এ পট।
তারার মোহিনী মূর্ত্তি ভাবিয়ে অন্তরে,
"তারা" হতে সাধ যেন সকলেতে করে।
তা হ'লে হিন্দুর পুনঃ গৌরব-তপন,
বঙ্গের আকাশে আসি দিবে দরশন।
সতীত্ব, বীরত্ব, দেশহিতৈষিতা আলো
জ্বালিয়ে, দেশের মুখ করিবে উজ্জ্বল।
হায়! কবে দেখিব রে ভরিয়ে নয়ন,
বীরপত্নী বীরমাতা বঙ্গ যোষাগণ।
হয় যেন বঙ্গনারী সবে বীরাঙ্গনা,
গঙ্গাধর শর্ম্মণের একান্ত বাসনা॥

S. S.
Acc. No ১৭৮৭।
Date 8.1.2002
Item No. B/B-57৭
Don. By

উপহার।

পতিপ্রাণা বীরাঙ্গনা তারার চরিত্র,
নাটক-পটেতে তার করিয়ে সুচিত্র,
আদরে বঙ্গ-মহিলাগণেরি সদন,
উপহার রূপে করিলাম সমর্পণ।
প্রার্থনা করি গো আমি সবার নিকট,
দর্শন করেন যেন সকলে এ পট।
তারার মোহিনী মূর্ত্তি ভাবিয়ে অন্তরে,
"তারা" হতে সাধ যেন সকলেতে করে।
তা হ'লে হিন্দুর পুনঃ গৌরব-তপন,
বঙ্গের আকাশে আসি দিবে দরশন।
সতীত্ব, বীরত্ব, দেশহিতৈষিতা আলো
জ্বালিয়ে, দেশের মুখ করিবে উজ্জ্বল।
হায়! কবে দেখিব রে ভরিয়ে নয়ন,
বীরপত্নী বীরমাতা বঙ্গ যোষাগণ।
হয় যেন বঙ্গনারী সবে বীরাঙ্গনা,
গঙ্গাধর শর্ম্মণের একান্ত বাসনা॥

তারা বাই।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

টোডাটঙ্ক নগরের অন্তঃপাতী তক্ষশিলার নিবিড় কানন মধ্যে
সুরতানের গুপ্ত বাসস্থান।

(সুরতান এবং চাণক্য আসীন।)

সুর। দেখ মন্ত্রিবর! আর যাতনা সহ্য হয় না! আমি যে রাজ্যচ্যুত হ'য়েছি সে জন্য নয়, আর রাজভোগে বঞ্চিত হয়ে এই যে বনবাসের দারুণ কষ্ট ভোগ কর্‌ছি সে জন্যও নয়, কেবল প্রজাবর্গের হাহাকার কাতর ধ্বনি, দিবানিশি আমার হৃদয়কে দাবানলের ন্যায় দগ্ধ কর্‌চে। হায়! দুর্ব্বৃত্ত, বিধর্ম্মী যবনপীড়নে তা'রা যে কি ক্লেশই ভোগ কর্‌চে তা' ভাবলে আমার অন্তঃকরণ আর কোন ক্রমেই ধৈর্য্যাবলম্বন কর্‌তে পারে না,—আমি অস্থির হই! (সজল নয়নে) হা বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল! আমার প্রাণাধিক প্রজা-বর্গের দুর্ভাগ্য-রজনীর কি আর শেষ হ'বে না? হায়! হায়! হায়!

চাণ। রাজন্, ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। ভবাদৃশ মহাত্মাদের অবস্থার পরিবর্ত্তনে এরূপ ব্যাকুলচিত্ত হওয়া কখনই উপযুক্ত নয়। নরেশ্বর! পুরাণ ইতিহাসাদির কথা স্মরণ করে দেখুন, চিরকাল কখন মনুষ্যের অবস্থা একভাবে যায় না; চক্রনেমির গতির ন্যায় সুখ দুঃখের গতি কাল-চক্রে ভ্রমণ করতে করতে তা'রা মনুষ্যের ভাগ্যে সময়ে সময়ে এসে উদয় হয়; তা'দের গতির অবরোধ করতে কেহই সক্ষম হয় না। স্বভাবের কি সুদৃঢ়, অচ্ছেদ্য নিয়ম! দেখুন, এই অখণ্ডনীয় নিয়মের প্রভাবে রঘুবীর শ্রীরাম কি কষ্টই ভোগ না করেছেন! নলরাজার কি দুর্গতিই না হয়েছে! আর আপনার পূর্ব্বপুরুষ প্রাতঃস্মরণীয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, দেবতুল্য ভ্রাতৃচতুষ্টয় আজ্ঞাবহ থাকা সত্বেও, কি যাতনা সহ্য না করেছেন! মনুষ্য মাত্রকেই বিধাতা এই নিয়মের অধীন করে সৃজন করেছেন, তবে যিনি দুর্ভাগ্যের অবস্থায় ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ভগবৎ-অনুকম্পায় আত্মসমর্পণ করে কালাতিপাত করেন তিনিই ধন্য, তিনিই নরসমাজে পুরুষপ্রধান ব'লে গণ্য হন। আরও দেখুন, দুঃখও চিরকাল স্থায়ী নয়, দুর্ভাগ্য-রজনী-অন্তে সৌভাগ্য-সূর্য্যের অবশ্যই উদয় হয়ে থাকে, ঈশ্বরের কৃপায় আপনার যে এ অবস্থার শীঘ্র পরিবর্ত্তন হয়ে পুনর্ব্বার সৌভাগ্য উদয় হবে তা'র সন্দেহ কি? মহারাজ! ভরসা অবলম্বন করুন, "নদেবঃস্বষ্টিনাশকঃ"—বিধাতা অবশ্যই মঙ্গল করবেন।

সুর। মন্ত্রিবর! আমার ভরসার মূল আর যে দেখ্‌তে পাই না, নিজে বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করেছি, তাতে আবার বিধাতা পুত্র সন্তানে বঞ্চিত করেছেন! একটি মাত্র কন্যা। সে বালিকা! তার উপর কি ভরসা আশ্রয় কর্‌তে পারে? সে কি এই রাবণরাজার ন্যায় পরাক্রমশালী দুর্ব্বৃত্ত যবন অপহারককে দমন কর্‌তে সমর্থা হবে, না সৈন্য সংগ্রহ করা ইত্যাদি যুদ্ধের আয়োজন কর্‌তে পারবে? হায়! দুর্ভাগ্য আমার আশালতার মূল একেবারে ছেদন করেছে।

চাণ। নরেশ্বর! নিরাশ হবেন না। জগৎপিতার অপরিসীম অনুকম্পার উপর আত্মনির্ভর করুন, ভগবৎ-কৃপায় অবশ্যই আপনার আশালতা পুনর্ম্মঞ্জরিত হবে। বিধাতার অদ্ভুত গুপ্ত কৌশলের মর্ম্ম কে বুঝ্‌তে পারে? বিজ্ঞানবেত্তারা বলেন যে, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাল কীটদ্বারা বহু যোজন বিস্তৃত প্রশস্ত দ্বীপ সকল গভীর সাগর গর্ভ থেকে উদ্ভাবিত হয়। সেইরূপ সংসারে যে কত বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য অতি ক্ষুদ্র উপায়ে সম্পাদিত হ'চ্চে তা কে ব'লে উঠতে পারে? আর তা'র গুহ্য মর্ম্মই বা কে বুঝ্‌তে পারে? বিধাতা সুপ্রসন্ন হ'লে না হয় কি? তিনি পঙ্গুকে অত্যুচ্চ পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করাতে পারেন, আর মৃণালতন্তুতে হস্তী বন্ধন কর্‌তে পারেন। তিনি সকলই কর্‌তে পারেন, তাঁর অনন্ত মহিমা কে বুঝ্‌তে পারে? আর মহারাজ! আপনার

কন্যারত্নটি সামান্যা বালিকা নন, তিনি কামিনীকুলের শিরোমণি! রাজকুমারীর অসামান্য রূপ লাবণ্যের কথা আমি বলি না—সে আপনাদিগের চন্দ্রবংশের শোণিতের গুণ। তাঁর বীরকন্যাসমুচিত যে অসাধারণ গুণরাশি, তাই দে'খে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি! আহা! রাজকুমারী যখন বেগে ধাবিত অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অব্যর্থ শর নিক্ষেপ করেন, যখন উল্কাপাতের ন্যায় অশ্ব ধাবিত ক'রে অসি, ভল্ল চালনা করেন, আহা! তখন কি শোভাই দেখায়! বোধ হয় যেন সাক্ষাৎ ভগবতী ভবানী সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে দানব-দলনে ধাবমান হয়েছেন। বলতে কি মহারাজ! রাজকুমারীকে অসামান্য বীর্য্যশালিনী দেখে আমার হৃদয়ে ভরসার সঞ্চার হয়েছে, আশা বদ্ধমূল হয়েছে।

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। মহারাজের জয় হউক!

সুর। মহাশয়, আপনি কে?

দূত। নরেশ্বর! আমি চিতোরের রাজবংশধর যুবরাজ পৃথ্বীরাজের দূত। মহারাজের রাজ্য বিধর্ম্মী যবনকর্ত্তৃক অপহৃত হয়েছে—এই অমঙ্গল বার্ত্তা শ্রবণ ক'রে যুবরাজ পঞ্চ সহস্র অশ্বারূঢ় যোদ্ধা সমভিব্যাহারে মহারাজের সাহায্যার্থে এই কাননে এসে উপস্থিত হয়েছেন,—অনতিদূরে পর্ব্বতের

উপত্যকায় অবস্থিতি কর্‌চেন, মহারাজের অনুমতি হ'লে স্বয়ং এসে সাক্ষাৎ কর্‌বেন।

সুর। (দূতের প্রতি) মহাশয়, উপবেশন করুন! (দূতের উপবেশন) যুবরাজের আগমন বার্ত্তা শুনে আমি যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হলেম, তা এক মুখে বর্ণন কর্‌তে পারি না। বোধ হয় এত দিনের পর বিধাতা সুপ্রসন্ন হ'লেন।

চাণ। রাজন্! আমি ত আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছিলাম যে, আপনি হতাশ হবেন না—ভগবৎ-অনুকম্পায় অচিরাৎ আপনকার সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয় হবে। (দূতের প্রতি) মহাশয়! যুবরাজ পৃথ্বীরাজ সমরকার্য্যে কিরূপ দক্ষ আমার শুন্‌তে নিতান্ত ইচ্ছা হ'চ্চে। যদি অনুগ্রহ ক'রে সে বিষয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেন তবে চিরবাধিত হই।

দূত। মহাশয়! যুবরাজের বলবীর্য্যের আর রণদক্ষতার কথা আমি একমুখে কি বর্ণন কর্‌বো? সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁকে অদ্বিতীয় বীরচূড়ামণি বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। বীর-কুল-রবি শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতাযুগে সূর্য্যবংশ উজ্জ্বল ক'রে-ছিলেন, আর এখন যুবরাজ পৃথ্বীরাজের বীর্য্যপ্রভাবে পুনরায় সেই সূর্য্যবংশ উদ্দীপ্ত হয়েছে। মহাশয়! সমর-বিজ্ঞানে আমার এমন পারদর্শিতা নাই, যদ্দ্বারা আপনাদের সমক্ষে যুবরাজের রণপাণ্ডিত্যের বিশেষরূপে পরিচয় দিই। তবে

সাধারণে তাঁর যেরূপ সুখ্যাতি করে তাই কিঞ্চিৎ বলি শ্রবণ করুন। তিনি বীর্য্যোন্মত্ততাতে পাণ্ডুপুত্র ভীমের ন্যায়, শরসন্ধানে সাক্ষাৎ ফাল্গুন, আর রণে ধৈর্য্যাবলম্বন করতে অদ্বিতীয় ভীষ্মের সমান অচল পর্ব্বত! মহাশয়! তাঁর অশ্বারোহণের আর অসি চালনের কথা কি আর বল্‌বো? যখন বেগবান তুরঙ্গমে আরোহণ ক'রে অসি উত্তোলন পূর্ব্বক বিদ্যুৎশিখার ন্যায় মহাবেগে শত্রুদল ছিন্নভিন্ন করতে ধাবিত হন, তখন বোধ হয় যেন সাক্ষাৎ ভগবান কল্কী অবতার ধূমকেতুর সদৃশ বিশাল তরবারি ধারণ ক'রে ভূভার হরণ করতে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হয়েছেন!

চাণ। (সবিস্ময়ে) বলেন কি মহাশয়! যুবরাজ এরূপ অলৌকিক বলবীর্য্যশালী? তাঁর গুণকীর্ত্তণ শ্রবণ ক'রে আমি যে আশ্চর্য্য হলেম! যা হোক, চিতোরের অধীশ্বর মহারাজ রায়মল্লকে বিশেষ ভাগ্যবান, বিশেষ পুণ্যবান, বল্‌তে হবে—"পুত্রে যশশি তোয়েচ নরানাম্ পুণ্য লক্ষণম্"।

সুর। তার আর সন্দেহ কি? যুবরাজ পৃথীরাজের মত পুত্ররত্ন কি কম সৌভাগ্যবলে লাভ হয়? মহারাজ রায়মল্ল ধন্য, তাঁর পুণ্যসৌরভ সত্য সত্যই সমস্ত হিন্দুস্থানকে আমোদিত ক'রেছে।

দূত। মহারাজের অনুমতি হ'লে আমি বিদায় হই, কারণ যুবরাজ আমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা ক'র্‌চেন।

সুর। মহাশয়! আপনি প্রত্যাগমন করুন, এবং যুবরাজকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বল্‌বেন যে আমার এই বিপন্ন অবস্থায় সাহায্য প্রদান কর্‌তে আসা তাঁর এ মহৎ বংশোচিত কার্য্য হ'য়েছে। তিনি ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয় বীরকীর্ত্তি রাখবেন—আমরা সকলে তাঁর শুভাগমন প্রতীক্ষায় রহিলাম।

দূত। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য!

(দূতের প্রস্থান।

চাণ। মহারাজ! যুবরাজের অসাধারণ রণ-পাণ্ডিত্যের বিবরণ শুনে আমার অন্তঃকরণ আনন্দে পুলকিত হ'য়েছে। মহারাজ! আমাদের রাজকুমারী যেমন বীর্য্যশালিনী, তেমনি বীর্য্যোন্মত্ত যুবরাজ! এঁদের পরস্পরের মিলন হ'লে কি শোভাই হবে! আ মরি মরি! বিধাতা বুঝি এই মণিকাঞ্চন সংযোগ কর্‌বার জন্য যুবরাজকে আপনার সাহায্যার্থে এই কাননে এনে উপস্থিত করেছেন—

সুর। মন্ত্রিবর! আমিও ভারি চিন্তিত হয়েছিলেম। তারা আমার একটী মাত্র দুহিতা, কিসে সৎপাত্রে অর্পিত হবে সেই চিন্তাই সর্ব্বদা কর্‌তেম; তা এত দিনের পর বিধাতা বুঝি সুপ্রসন্ন হ'লেন। যুবরাজ পৃথ্বীরাজকে পতিত্বে বরণ কল্লে তারা আমার যথার্থই বীরপত্নী হবে সন্দেহ নাই। এখন যাওয়া যাক্। মন্ত্রিবর! তুমি যুবরাজকে

আহ্বান কর্‌তে অগ্রসর হও, আমি অন্যান্য আয়োজন করি গিয়ে।

চাণ। যে আজ্ঞা নরেশ্বর!

(উভয়ের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সুরতানের বাসস্থানের অনতিদূরে কাননমধ্যে সিংহবাহিনীদেবীর মন্দির।

(তারা এবং রোহিনী আসীন।)

রোহি। (পুষ্পপাত্র ধারণ করিয়া) রাজকুমারি! এই ল'ন্, ফুল ল'ন্ মনসাধে দেবীর অর্চ্চনা করুন্, জগদম্বা সুপ্রসন্না হ'য়ে শীঘ্র শীঘ্র আপনার বর এনে দিলে বাঁচি।

তারা। সখি! এ পরিহাসের স্থান নয় (হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক পুষ্পপাত্র গ্রহণ) আহা! আজকের ফুলগুলি বে বেস দেখ্‌চ। সখি, এ রক্তপদ্মগুলি কোথায় পেলে?

রোহি। রাজকুমারি! আজ প্রাতে স্বচ্ছ-সরোবরে স্নান কর্‌তে গিয়েছিলেম. দেখলেম অগুন্তি রক্তপদ্ম ফুটে রয়েছে, তা আমার মনে বড় সাধ হ'লো যে দেখবো আপনার করপদ্মে

রক্তপদ্ম কেমন শোভা পায়! তাই ঘাটের দুই ধারে হাত বাড়িয়ে যে কটি পেলেম সেই কটি তুলে এনেছি।

তারা। সখি, কাল আমাকেও স্বচ্ছ-সরোবরে স্নান কর্‌তে লয়ে যেও। (পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া দেবীর পদে অর্পণ)। মাতর্জ্জগদম্বিকে! তুমি সৃষ্টিস্থিতি বিনাশের কর্ত্রী, বিশ্বেশ্বরি তোমাকে নমস্কার করি। মাগো! তুমি সর্ব্বশক্তির আধার আদ্যাশক্তি, মূল প্রকৃতি! মাগো! তোমারই শক্তির প্রভাবে দেবতাগণ দুর্জ্জয় দানবদলনে সক্ষম হ'য়েছিলেন! মাগো! তুমি শিষ্টের পালন দুষ্টের দমনকর্ত্রী, তোমাকে বার বার নমস্কার করি! মাগো! তুমি কবে সুপ্রসন্না হ'য়ে যবন অপহারকের গ্রাস থেকে আমার পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করবে মা? কবে গো মহিষাসুরমর্দ্দিনি! আমাকে শত্রু-মর্দ্দনে শক্তি প্রদান কর্‌বে?—

দেবি দুর্গে জগন্মাতঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্ত-কারিণি।
কৃপয়া দেহি মে শক্তিং সংগ্রামে জয়দায়িনী॥

গীত।

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল কাওয়ালী।

শত্রুনিধনে যবনদলনে দেহি দুর্গে শক্তিদে।
সর্ব্বশক্তিমানা তুমি আদ্যাশক্তি চণ্ডিকে॥
সিংহপৃষ্ঠে অধিষ্ঠাত্রী অট্ট অট্ট হাসিকে।
বিশ্বকর্ত্রী বিশ্বধাত্রী তুমি বিশ্বব্যাপিকে॥

চণ্ডমুণ্ড শুম্ভ দৈত্য নিশুম্ভের ঘাতিকে।
মর্দ্দ মর্দ্দ শত্রুসঙ্ঘ দুষ্টাচারি-নাশিকে ॥
দেশরক্ষা ধর্ম্মরক্ষা কর গো মা কালিকে।
হিন্দুকুলে হিন্দুস্থান দেহি হিন্দু-পালিকে ॥
বার বার নমস্কার করি তোমায় অম্বিকে।
আততায়ী শত্রুনাশ কর্‌তে দুর্গে শক্তিদে ॥

(নেপথ্যে অশ্বের পদধ্বনি।)

সখি! ও কি শব্দ হ'লো?

রোহি। রাজকুমারি! আমার বোধ হয় কোন অশ্বারূঢ় এই পথে আস্‌ছে, তার অশ্বের পদধ্বনি হ'চ্ছে।

তারা। সখি! এ বিজন প্রদেশে কোন্ অশ্বারূঢ় আস্‌বে? তবে কি আবার দুর্ব্বৃত্ত যবন আমাদের এই বনবাস অবস্থাতে পীড়ন কর্‌তে সেনা পাঠিয়েছে? চল সখি গৃহে গমন করা যাক, আর এস্থানে থাকা আমাদের ন্যায় সহায়হীনা নারীদ্বয়ের উচিত নয়।

রোহি। রাজকুমারি, চিন্তা নাই। আপনি কি শোনেন নাই চিতোরের রাজবংশধর যুবরাজ পৃথ্বীরাজ আমাদের মহারাজকে সাহায্য কর্‌তে এই কাননে এসে উপস্থিত হয়েছেন; আমার বোধ হয় তাঁরি কোন অনুচর আস্‌ছে।

তারা। সখি! তুমি এ সংবাদ কোথায় পেলে?

রোহি। কেন? মন্ত্রী মহাশয় আমাকে সব ব'লেছেন। আরো ব'লেছেন যে—"রাজকুমারীর এত দিনের পর বুঝি পরিণয়-কুসুম প্রস্ফুটিত হ'লো। যুবরাজ বীরপ্রধান ব'লে ভূমণ্ডলে বিখ্যাত। রঘুবীর শ্রীরাম যেমন হরধনু ভঙ্গ ক'রে সীতাদেবীর পাণিগ্রহণ ক'রেছিলেন, তেমনি যুবরাজ আমাদের মহারাজের রাজ্য উদ্ধার ক'রে রাজকুমারীর পাণিপীড়ন ক'র্‌লে আমি আহ্লাদ-সাগরে ঝাঁপ দেবো।"

তারা। (লজ্জিত হইয়া) সখি, তোমার কি এখন ও সব কথা মুখে আনা উচিত? তুমি কি দেখতে পাচ্চোনা যে আমি পিতার এই দুরবস্থায় কি পর্য্যন্ত মনের অসুখে র'য়েছি! পিতা পুত্রসন্তানে বঞ্চিত ব'লে পাছে খেদ করেন, পাছে হতাশ হন, সেই জন্য আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছি যে যত দিন না তাঁর রাজ্য পুনরুদ্ধার হবে, যত দিন না প্রজাবর্গের যবনপীড়ন মোচন হবে ততদিন আমি পতি-অভিলাষিণী হবো না। আর দেখ সখি, আমি নারীকুলে জন্মে পুরুষোচিত কার্য্য সমরবিদ্যা অধ্যয়ন কচ্চি কেন? কেবল পিতাকে সাহায্য করতে, স্বদেশের, স্বজাতির স্বাধীনতারূপ অমূল্যধন দস্যুর গ্রাস থেকে পুনরুদ্ধার ক'র্‌তে, আর দুষ্ট অপহারকের বিনাশ ক'র্‌তে আমি সমরানলে জীবন পর্য্যন্ত আহুতি দিতে প্রস্তুত আছি। ঐ যে আবার অশ্বের পদধ্বনি স্পষ্ট শুন্‌তে পাওয়া গেল।

(অশ্বারূঢ় পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।)

রোহি। রাজকুমারি! এই যে অশ্বারূঢ় এই পথে এসে উপস্থিত হ'লেন।

তারা। চল সখি, আমরা মন্দিরের অভ্যন্তরে গমন করি।

(উভয়ে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ)

পৃথ্বী। (স্বগত) আহা! এ বিজন অটবীর কি শোভা! নানাপ্রকার বনপুষ্প বিকসিত হ'য়ে সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত ক'র্‌চে, আর বৃক্ষে বৃক্ষে কত রকমের যে সুদৃশ্য পক্ষী সকল কলরব ক'র্‌চে তা গণনা করা যায় না। আহা! তাদের সুমধুর সঙ্গীত শুনে কর্ণকুহর একেবারে জুড়িয়ে যাচ্চে! সম্মুখে যে মন্দির দেখতে পাচ্চি—আচ্ছা নিকটস্থ হ'য়ে দেখা যাক্‌না কেন? যদি ওখানে কেউ থাকেন তবে তাদের জিজ্ঞাসা কল্লে বোধ হয় মহারাজ সুরতানের গুপ্ত বাসস্থানের সন্ধান পেতে পার্‌বো—(মন্দিরের নিকটস্থ হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ)। এই যে দেখছি মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করা রয়েছে। আরও দেখছি ভগবতী সিংহবাহিনী দেবীকে এই মাত্র কে অর্চ্চনা ক'রে গিয়েছে। দেবীর পাদপদ্মে চন্দনাক্ত রক্তপদ্ম সব শোভা পাচ্চে।

রোহি। (মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে) রাজকুমারি! আপনি কি শুনতে পেলেন না? অশ্বারূঢ় পষ্টই ত বল্লেন

যে তিনি আমাদের মহারাজের গুপ্ত বাসস্থানের অনুসন্ধান ক'র্‌চেন। তা কেন বাহিরে গিয়ে তাঁকে পথ ব'লে দেওয়া যাক্ না ?

তারা। র'সো সখি, অগ্রে তাঁর পরিচয় লও, যদি তিনি আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হন তবে তিনি যা জিজ্ঞাসা করবেন তা ব'ল্লে হানি নাই।

পৃথ্বী। (স্বগত) এই যে মন্দিরের অভ্যন্তর থেকে নারীকণ্ঠ শুনতে পেলেম। আচ্ছা ওঁদের কেন ডেকে জিজ্ঞাসা করা যাক্ না ? (প্রকাশ্যে) ভদ্রে ! আপনারা মন্দিরের অভ্যন্তরে কে অবস্থিতি ক'র্‌চেন, একবার অনুগ্রহ ক'রে বাহিরে এলে চিরবাধিত হই। আমি মহারাজ সুরতানকে সাহায্য ক'র্‌তে এই কাননে এসেছি, তাঁর বাসস্থানের অনুসন্ধানে এই স্থানে উপস্থিত হ'য়েছি। আপনারা নির্ভয়ে বাহিরে আসুন। আমার দ্বারা আপনাদের কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

(তারা এবং রোহিণীর বাহিরে আগমন।)

রোহি। ভগবন্ আপনি কে ?

পৃথ্বী। ভদ্রে ! আমি চিতোরের অধীশ্বরের পুত্র পৃথ্বীরাজ মহারাজ সুরতানের রাজ্যচ্যুত হবার বার্ত্তা শুনে আমি তাঁকে সাহায্য ক'র্‌তে এসেছি। তাঁর বাসস্থান কোথায় ?

রোহি। যুবরাজ! অনতিদূরে মহারাজের বাসস্থান। আপনি অশ্বারোহণ করুন, আমি আপনার পথদর্শক হ'য়ে যাচ্চি।

পৃথ্বী। (তারার অসামান্য রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া) ভদ্রে! আপনার সঙ্গিনী ও কামিনীরত্নটি কে?

রোহি। যুবরাজ! ইনি মহারাজ সুরতানের একমাত্র দুহিতা, রাজকুমারী তারা, বেদনোর রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারিণী।

তারা। (জনান্তিকে) সখি, একি পরিচয়ের স্থল? তুমি পথ দেখিয়ে দাও যুবরাজ আমাদের আবাসে গমন করুন।

পৃথ্বী। (অশ্বারোহণ পূর্ব্বক) ভদ্রে আমি কোন্‌দিকে গমন কর্‌বো আমাকে কেবল তাই বলে দিন, আমার সঙ্গে আপনাকে আস্‌তে হবে না, আপনি রাজকুমারীর সঙ্গে আসুন।

রোহি। যুবরাজ! এই পশ্চিম মুখে কিঞ্চিৎ গমন কল্লেই মহারাজের বাসস্থান দেখতে পাবেন।

(তারার প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দেখিতে দেখিতে পৃথ্বীরাজের প্রস্থান।)

তারা। সখি! চল শীঘ্র গৃহে গমন করা যাক্।

রোহি। রাজকুমারী! মেঘ না চাইতেই জল। আর যে তর সয় না? যুবরাজকে দেখে একেবারে পাগল হ'লেন নাকি?

তারা। সখি! তোমার পরিহাস রেখে দেও। রূপ আর মিষ্ট আলাপে আমি পাগল হই না। যারা শুধু তাতে ভোলে তা'রা নারীকুলের অধমা। যদি তুমি যুবরাজের মোহন মুর্ত্তি দেখে পাগল হ'য়ে থাক তবে তোমার সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব ক'রে পাঠাবো।

রোহি। সিংহের ভক্ষ্য করি-মস্তকই হয়, ছাগমুণ্ড আহার ক'রে কি কখন কেশরীর তৃপ্তি জন্মে? যুবরাজ যেমন সুপাত্র আপনি তাঁর উপযুক্ত পাত্রী। আপনাদের উভয়ের মিলন হ'লে কি শোভাই হবে তা আমি এক মুখে ব'লে উঠতে পারি না। আর রাজকুমারি! আপনি যে বল্লেন যে রূপ আর মিষ্ট আলাপে আপনি ভোলেন না? আচ্ছা বলুন দেখি, তবে অবলার মন হরণ ক'র্‌তে রূপ আর সুমধুর বচন ভিন্ন জগতে আর কি উপকরণ আছে?

তারা। হাঁ, সামান্যা নারীর পক্ষে বটে, মিষ্টভাষী সু-পুরুষকে দেখলে তারা একবারে গলে যায়। কিন্তু সখি, যারা কামিনীকুলে প্রধানা ব'লে গণ্য তাঁরা পুরুষের রূপের আদর বেশী করেন না, শৌর্য্যবীর্য্য পুরুষার্থ প্রভৃতি সদ্‌গুণে

ভূষিত যে পুরুষ তিনিই কেবল তাঁদের আদরের পাত্র হন। আর সখি, তুমি কি পুরাণ ইতিহাসাদির কথা ভুলে গেলে? অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ ক'রে একেশ্বর যে অগুন্তি রাজাদের যুদ্ধে পরাস্ত ক'রেছিলেন সেই অসাধারণ বীর্য্য দে'খে পাঞ্চালী তাঁর গলায় বরমাল্য প্রদান ক'রেছিলেন, কেবল তাঁর রূপ দে'খে মুগ্ধ হন্ নি। হিড়িম্বা রাক্ষসী বটে, কিন্তু তার পছন্দ ছিল। ভীমকে পতিত্বে বরণ ক'রে আপনার মহত্ত্বের পরিচয় দিয়ে গিয়েছে। আর রুক্মিণী ও সুভদ্রার কথা ছেড়ে দাও, তাঁরা যাঁদের বরমাল্য দিয়েছিলেন তাঁদের মতন পুরুষপ্রধান আর ভূমণ্ডলে ছিল কি না সন্দেহস্থল।

রোহি। রাজকুমারি! আপনি কি যুবরাজের অসাধারণ বলবীর্য্যের কথা শোনেন নি? মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি যৎকিঞ্চিৎ শুনেছি, তা'তেই অবাক হ'য়েছি, আপনি শুনলে আশ্চর্য্য হবেন। এক দিন মালব রাজ্যের যবন অধিপতির দূত চিতোরের রাজভবনে এসেছিল; তার সঙ্গে মহারাজ রায়মল্লকে অনুনয় বিনয় বাক্যে আলাপ ক'রতে দে'খে যুবরাজ একেবারে জ্বলে উঠলেন, কিন্তু পিতার সমক্ষে ক্রোধ প্রকাশ করা অনুচিত বিবেচনা ক'রে এই মাত্র বল্লেন যে, পিতঃ! যবনরাজের দূতের নিকট এত ন্যূনতা স্বীকার করা আপনার ন্যায় মহান্ ব্যক্তির কখনই সম্ভবে না।

তারা। তা শুনে মহারাজ কি বল্লেন?

রোহি। তা শুনে মহারাজ বল্লেন—বাপু! তোমার অধিক বলবীর্য্য আছে, তুমি যবনদের ভয় না ক'ল্লেও ক'র্‌তে পার, কিন্তু আমি মালবেশ্বরের সহিত যুদ্ধ করতে আপনাকে বিশেষ ক্ষমতাবান বিবেচনা করি না, সুতরাং আমাকে স্তব বিনয় ক'রে কৌশলে স্বরাজ্য রক্ষা ক'র্‌তে হবে।

তারা। তাতে যুবরাজ কি ক'ল্লেন?

রোহি। যুবরাজ পিতাকে আর কিছু না ব'লে গোপনে সহস্র সহস্র অশ্বারূঢ় যোদ্ধা সংগ্রহ ক'রে মালবের অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা ক'ল্লেন। তারপর মালবের অধিপতির সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম ক'রে তাঁকে সসৈন্য পরাস্ত ক'রে ফেল্‌লেন। আর রণস্থলে স্বয়ং মালবেশ্বরকে বন্দী ক'রে চিতোরের অভিমুখে যাত্রা ক'র্‌লেন। মালব রাজার বন্দিত্ব মুক্ত করবার জন্যে অনেক যবন-সেনা পশ্চাৎ ধাবিত হ'য়েছিল বটে, কিন্তু যুবরাজ ভল্ল উত্তোলন ক'রে সিংহনাদে গর্জ্জে ব'ল্লেন, "দেখ যবন সেনাগণ! তোমরা আমার হাত থেকে এই বন্দীকে উদ্ধার ক'র্‌তে যদি কিছুমাত্র বল প্রকাশ কর, তবে এই দণ্ডেই আমি তাঁর প্রাণ সংহার ক'রে তোমাদের চেষ্টা নিস্ফল ক'রে ফেলবো। আর তাঁকে চিতোরে ল'য়ে যেতে যদি তোমরা আমাকে বাধা না দেও তবে আমি এই প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'ল্‌ছি যে আমি শীঘ্রই তোমাদের রাজার বন্দিত্ব মোচন ক'রে তাঁকে স্বরাজ্যে সম্মানের সহিত পাঠিয়ে দেবো।"

যবন-সেনারা রাজার আশুবিপদ দেখে ক্ষান্ত হ'তে বাধ্য হ'লো, আর যুবরাজ নির্ব্বিঘ্নে বন্দীকে চিতোরে ল'য়ে গেলেন।

তারা। তার পর, তার পর? সখি! যুবরাজ চিতোরে এসে কি ক'র্লেন?

রোহি। তার পর পিতৃ-সম্মুখে বন্দীকে ল'য়ে গিয়ে যুবরাজ বল্লেন যে—"পিতঃ! মালবেশ্বরের সেই দূতকে একবার ডেকে পাঠাতে আজ্ঞা হয়।" দূতও সেই সময়ে চিতোরে অবস্থিতি ক'র্‌ছিল সেই দণ্ডেই রাজভবনে এসে উপস্থিত হ'লো। তখন যুবরাজ আবার পিতাকে বল্লেন—"পিতঃ! আপনার চরণ একবার স্পর্শ ক'রে এই যে বন্দী আপনার বন্দিত্ব মোচন ক'র্‌তে এসেছেন, এঁর পরিচয় এই দূতকে জিজ্ঞাসা করুন।" দূত তটস্থ হ'য়ে কৃতাঞ্জলিপুটে মহারাজ রায়মল্লকে স্তব ক'রে ব'ল্লে—"চিতোরেশ্বর! এই বন্দী আমার প্রভু! সমস্ত মালব রাজ্যের অধিপতি। নরেশ্বর! আপনার বীরেন্দ্র পুত্র কর্ত্তৃক রণে পরাজিত হ'য়ে আপনার সমক্ষে বন্দীরূপে আনীত হ'য়েছেন। মহারাজ! এঁর শীঘ্র বন্দিত্ব মোচন ক'র্‌তে আজ্ঞা হয়, প্রভুর অবমাননা 'আর দেখতে পারি না! শোকে হৃদয় বিদীর্ণ হয়!"

তারা। সখি! তার পর—তার পর?—

রোহি। তার পর আর ব'লবো কি? রাজকুমারি!

মহারাজ রায়মল্ল যুবরাজের এই অদ্বিতীয় বীরকীর্ত্তি দে'খে যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হ'লেন তা বর্ণন ক'র্‌তে পারিনে। শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক হরধনুভঙ্গের আর পরশুরামের দর্পচূর্ণের কথা শুনে অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের তত আহ্লাদ হ'য়েছিল কি না সন্দেহ। সেই আহ্লাদ উৎসবে চিতোরেশ্বর বন্দীর বন্দিত্ব মোচন ক'রে, তাঁকে সম্মানপূর্ব্বক স্বরাজ্যে পাঠিয়ে দিলেন। আর যুবরাজের শিরশ্চুম্বন ক'রে ব'ল্লেন, "বাবা পৃথ্বি, তুমি আমার সূর্য্যবংশ উজ্জ্বলকারী রবি! তুমি যবন দমন ক'রে হিন্দুস্থানে হিন্দুর অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন ক'র্‌লে। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হও! আর সমরে চিরবিজয়ী হও। আমার ইচ্ছা হ'চ্চে তোমাকে পুরস্কার স্বরূপ রাজপ্রসাদ দিই—অতএব প্রার্থনা কর আমার বিস্তৃত রাজ্য মধ্যে কোন্ বস্তুতে তোমার স্পৃহা হয়? তোমাকে অদেয় আমার কিছুমাত্র নাই।"

তারা। যুবরাজ কি পুরস্কার প্রার্থনা ক'র্‌লেন?

রোহি। রাজকুমারি! যুবরাজ ব'ল্লেন—"পিতঃ! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য—আমি রাজ্যের কোনও ধনের লালসা করি না। আপনার আশীর্ব্বাদে আমি বাহুবলে সমস্ত ভারতবর্ষ জয় ক'রে তার সম্রাট হ'তে পারবো। আমাকে কেবল এইমাত্র আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি হিন্দুস্থান থেকে হিন্দুর কণ্টক বিধর্ম্মী মুসলমান জাতির মূলোৎপাটন ক'র্‌তে

সক্ষম হই। আর দুর্ব্বল নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে, দুষ্টের দমন ক'র্‌তে, আর সত্যের, শিষ্টের পালন ক'র্‌তে আমার মন যেন যাবজ্জীবন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে।”

তারা। সখি, এরূপ বচন যাঁর মুখ থেকে নির্গত হয় তিনিই ধন্য। তিনিই যথার্থ আর্য্যবংশোদ্ভব হিন্দুর গৌরব-সূর্য্য!

রোহি। রাজকুমারি! আমি ত আপনাকে পূর্ব্বেই ব'লেছিলেম যে যুবরাজের অদ্ভুত পুরুষার্থের কথা শুন্‌লে আপনি আশ্চর্য্য হবেন।

তারা। এখন চল সখি, গৃহে গমন করা যা'ক।

(উভয়ের প্রস্থান।

নেপথ্যে গীত।

রাগ বাহার—তাল খেমটা।

কবে হ'বে দিন এমন।
শুভক্ষণে মিলাইবে মণিতে কাঞ্চন॥
শশীর কোলেতে বসি, কুমুদিনী মৃদু হাসি,
প্রণয় সলিলে ভাসি, জুড়াবে নয়ন।
জুড়াবে নয়ন গো কবে জুড়াবে নয়ন,
নলিনীর সঙ্গে রবির হ'বে গো মিলন॥

কবে বিধি সদয় হ'বে, যোগ্যে যোগ্য মিলাইবে,
হেরে আঁখি জুড়াইবে, দম্পতি মিলন।
দম্পতি মিলন গো, সেই প্রিয় দরশন,
তারা-পৃথ্বীরাজে হরগৌরীর মিলন ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পৃথ্বীরাজের শিবির।

(পৃথ্বীরাজ, রণবীর, শত্রুঘ্ন এবং সংগ্রামদেব আসীন।)

পৃথ্বী। সরদারগণ! এই দেখ টোডাটঙ্ক নগরের মানচিত্র (মানচিত্র প্রদর্শন)। এখন বল দেখি কি প্রকারে আক্রমণ ক'র্‌লে ঝটিতি নগরীকে হস্তগত ক'রতে পারা যায়, অথচ আমাদের অধিক সেনাক্ষয় না হয়?

রণ। (মানচিত্র অবলোকন করিয়া) নগরের যে চারটি দ্বার দেখ্‌তে পাচ্চি—

শক্র। সকল দ্বারের মধ্যে দক্ষিণ দ্বারটি বিশেষ প্রশস্ত দেখছি; আর তার সম্মুখে যে নিবিড় আম্রকানন আছে, তার অন্তরালে বহু পরিমাণে সৈন্য লুক্কায়িত ক'রে রাখতে পারা যাবে।

সংগ্রাম। আমি আজ চর পাঠিয়েছিলেম, সে প্রত্যাগমন ক'রে এসেছে; তার দ্বারা নগরের যাবতীয় আবশ্যক সন্ধান সকল প্রাপ্ত হ'য়েছি; বিশেষতঃ নগরবাসীদের অবস্থা এবং মনের ইচ্ছা সকলই অবগত হ'য়েছি। তাদের যবনপীড়ন আত্যন্তিক অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। এখন কিঞ্চিৎমাত্র উত্তেজনা, উদ্দীপনা পেলেই বারুদে অগ্নিস্পর্শের ন্যায় ধপ্ ক'রে জ্বলে উঠবে। আর সেই ভয়ানক বিস্ফারণে নগরী একেবারে ফেটে যাবে। তা'রা সকলে প্রতিজ্ঞা ক'রে বলেছে যে তা'রা আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য ক'রবে, এমন কি আমাদের আক্রমণ সময়ে নগরের উত্তর পশ্চিম আর পূর্ব্ব এই তিন দ্বার এককালীন উদ্‌ঘাটন ক'রে দেবে, আর যারা অস্ত্রধারী আছে তা'রা আমাদের সেনার সঙ্গে মিলিত হ'য়ে বিপক্ষের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রবে।

পৃথ্বী। তবে ত উত্তমই হ'য়েছে, আমি মানস ক'রেছি যে আগামী শনিবার সূর্য্যোদয়ে নগর আক্রমণ ক'র্‌বো, কারণ সেই দিন মহরমের শেষ দিন। তাজিয়া ল'য়ে পাঠানেরা সব দক্ষিণ দ্বার দিয়ে নগরের বাহিরে আসবে। ঠিক সেই সময়

এই যে আম্রকানন দেখছ, আমি এই স্থান থেকে ধাওয়া ক'র্‌বো ; আর রণবীর, তুমি পূর্ব্ব দ্বার, সংগ্রামদেব, তুমি উত্তর দ্বার, আর শত্রুঘ্ন, তুমি পশ্চিম দ্বার দিয়ে সকলে এককালীন নগরে প্রবেশ ক'র্‌বে। কেমন, তোমাদের এক এক জনের সহিত এক এক সহস্র ক'রে অশ্বারূঢ় সেনা থাক্‌লে হবে ত ?

(রণ, শত্রু, সংগ্রাম, সকলে—যথেষ্ট ! যথেষ্ট ! যথেষ্ট !)

সংগ্রাম। যুবরাজ ! আপনার যদি বেশী সৈন্যের প্রয়োজন থাকে তবে আপনি আমার অংশ থেকে আরও পঞ্চ শত লউন, আমার সঙ্গে পঞ্চ শত থাকলেই যথেষ্ট হবে।

(দৌবারিকের প্রবেশ।)

দৌবারিক। নরেশ্বর ! মহারাজ সুরতানের অন্তঃপুর থেকে একটী স্ত্রীলোক এসেছে, সে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার প্রার্থনা ক'র্‌ছে, কি আজ্ঞা হয় ?

পৃথ্বী। স্ত্রীলোক ? আচ্ছা আস্‌তে বল।

(দৌবারিকের প্রস্থান।)

(রোহিণীর প্রবেশ।)

পৃথ্বী। এ যে রাজকুমারীর সহচরী দেখছি ! ভদ্রে ! এত কষ্ট স্বীকার ক'রে এত দূর আসা হ'লো কেন ? কোন বিশেষ প্রয়োজন থাক্‌লে জনৈক ভৃত্য দ্বারা সংবাদ পাঠালেই ত আমি স্বয়ং গমন ক'র্‌তেম।

রোহি। যুবরাজ! যে মহাত্মা দুর্ব্বল নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে আপন জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন ক'র্‌তে প্রস্তুত আছেন, তাঁর কি সৌজন্যগুণের সীমা আছে? বেদনোর রাজ্যের সমস্ত লোক, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে, আপনকার সৌজন্যগুণে চিরবাধিত হ'য়েছে! রাজকুমারীর একটী প্রার্থনা আছে, যদি কৃপা ক'রে আজ্ঞা করেন তবে নিবেদন করি—

পৃথ্বী। রাজকুমারীর প্রার্থনা! তা তুমি অত সঙ্কুচিত হ'চ্চো কেন? নির্ভয়ে প্রকাশ কর। আমার সাধ্যের অতীত যদি না হয় তবে এই দণ্ডেই তা পূরণ ক'র্‌বো।

রোহি। যুবরাজ! রাজকুমারী আপনাকে কোন সাধ্যাতীত কার্য্যে প্রবৃত্ত ক'র্‌তে ইচ্ছা করেন না। তিনি আপনার নিকটে এই মাত্র ভিক্ষা চান—আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁকে আপনার সঙ্গে ল'য়ে যেন যুদ্ধে যান, নারী ব'লে যেন ঘৃণা না করেন! যুদ্ধে যাবার যে বাসনা তাঁর উদয় হ'য়েছে, সে আপনার অখণ্ড যশের ভাগিনী হবার জন্যে নয়, আর নারী হ'য়ে রণে স্বীয় বীর্য্য দেখিয়ে ভূমণ্ডলে কীর্ত্তি রাখবার মানসেও নয়; কেবল আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার মানসে। আপনার নিকট তিনি যে অনন্ত উপকৃতা হ'য়েছেন, সেই মহৎ উপকার রূপ অপরিমিত ঋণের কিঞ্চিন্মাত্র পরিশোধ করবার মানসে তিনি আপনার শরীররক্ষিণীরূপে রণস্থলে উপস্থিতা থাকবেন—এই মাত্র বাসনা ক'রেছেন।

পৃথ্বী। (সবিস্ময়ে) রাজকুমারী যুদ্ধে গমন ক'র্‌বেন! (সরদারগণের প্রতি) ওহে! তোমরা এমন স্ত্রীরত্ন কি আর কোথাও দেখেছ? বিধাতার কি চমৎকার সৃষ্টি! একাধারে এত অধিক পরিমাণে রূপ আর গুণ, আর যে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না!

সকলে। তাইত যুবরাজ! আমরা যে আশ্চর্য্য হ'লেম!

রণ। বীরেন্দ্র! এমন অপূর্ব্ব স্ত্রীরত্ন ভূমণ্ডলে আর আছে কি না সন্দেহ।

সংগ্রাম। যুবরাজ! বামাকুলের মধ্যে ভগবতী ভবানীই কেবল দেবমহিষীগণপরিবেষ্টিতা হ'য়ে যুদ্ধে গমন ক'রেছিলেন, আর ভূমণ্ডলে রাজকুমারী তারাকে এই দেখ্‌লেম! মহারাজ সুরতান কি আশ্চর্য্য দুহিতারত্নই লাভ ক'রেছেন, আ! মরি! মরি!

শক্র। বীরেন্দ্র! আগমে বলে নারীই সংসারে শক্তিরূপা সেই মহাশক্তি আদ্যাশক্তির অংশ—নারী ব্যতীত সংসার ক্ষণকালের জন্যও চলে না, আর সেই মহাবাক্যের প্রমাণ আজ রাজকুমারী তারাই ক'র্‌লেন, তাঁকে সাক্ষাৎ দানবদলনী তারার ছায়া বল্লেই হয়। এ আমাদের মহৎ সৌভাগ্য ব'ল্‌তে হবে যে, তিনি স্বয়ং রণস্থলে উপস্থিত থেকে আপনার শরীর রক্ষা করবেন।

পৃথ্বী। (রোহিণীর প্রতি) দেখ ভদ্রে! তুমি রাজকুমারীর নিকট গিয়ে বল যে তিনি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে গমন ক'র্‌লে আমি আপনাকে বিশেষ সৌভাগ্যবান বিবেচনা ক'র্‌ব; আর তিনি আমার যশের ভাগিনী হবার পূর্ব্বেই আমার হৃদয়ের অধিকারিণী হ'য়েছেন। আমি ত এ পর্য্যন্ত যশোলাভের কোন কার্য্যে কৃতকার্য্য হই নাই। মহারাজ সুরতানকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য ক'র্‌তে আসা, এ আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্য অনুরোধে আসা হয়েছে মাত্র। রাজকুমারী ত সেজন্য আমার নিকট কিছুমাত্র উপকৃতা নন, তাঁ'কে অলীক কৃতজ্ঞতা ঋণ পরিশোধের আশঙ্কা ত্যাগ ক'র্‌তে ব'লবে—আর তাঁর পিতৃশত্রু দমনে যদি বিধাতা কৃতকার্য্য করেন তবে সেই জয়-উপার্জ্জিত যে যশ সে সমস্ত তাঁরই প্রাপ্য, কারণ তিনিই বিচারসঙ্গত তাঁর পিতৃশত্রুহননে উপযুক্ত পাত্রী, আমি সাহায্যকারী বই আর কিছুই নয়। আর তিনি যে অনুগ্রহ ক'রে আমার শরীররক্ষিণী হ'য়ে সমরে উপস্থিত থাকবেন ইচ্ছা ক'রেছেন, এ আমার বহু ভাগ্য, এ জন্য আমি তাঁ'কে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ করি। আর দেখ ভদ্রে! তুমি আমার প্রতিনিধি হ'য়ে সানুনয় বাক্যে রাজকুমারীকে ব'লুবে যে তাঁর এ ঋণ আমি চিরকালেও পরিশোধ ক'র্‌তে সক্ষম হ'ব না।

রোহি। ভগবন্! ভবাদৃশ মহাত্মার মুখপদ্ম থেকেই এইরূপ অমৃত বচন নিঃসৃত হয়! (স্বগত) আ মরি! ভগবান

এঁদের দুইজনকে কি আশ্চর্য্য সদ্‌গুণে ভূষিত ক'রেছেন! কবে রাজকুমারীর সঙ্গে যুবরাজের মিলন হবে, আমরা যুগলরূপ দেখে চক্ষু সার্থক ক'র্‌বো! (প্রকাশ্যে) যুবরাজ, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আপনার প্রতিনিধি হওয়া আমার ন্যায় সামান্যা অবলার সাধ্য নয়—তবে এইমাত্র ব'ল্‌তে পারি যে আপনার অমৃতময় বার্ত্তা বহন ক'রে যত পারি রাজকুমারীর কর্ণকুহরে ঢেলে দেবো, তার সাধ্যানুসারে ত্রুটি ক'র্‌বো না।

রণ। (স্বগত) আহা! রাজকুমারীর সখীটি কি রসিকা! কি মিষ্টালাপী!

রোহি। এক্ষণে অনুমতি হয় ত প্রস্থান করি। রাজকুমারী আমার বিলম্ব দেখে চিন্তিতা হবেন।

পৃথ্বী। দৌবারিক—

(দৌবারিকের প্রবেশ।)

দৌবা। নরেশ্বর! কি আজ্ঞা হয়?

পৃথ্বী। দেখ, সত্বর শিবিকা আনয়ন ক'রে এই রাজকুমারীর সখীকে তাঁর আলয়ে ল'য়ে যাও। সাবধান যেন পথিমধ্যে তাঁর কোন ক্লেশ না হয়।

দৌবা। যে আজ্ঞা নরেশ্বর।

(দৌবারিকের সহিত রোহিণীর প্রস্থান।)

পৃথ্বী। দেখ সরদারগণ! যখন রাজকুমারী আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে গমন ক'র্‌চেন তখন এ সংগ্রাম বিষয়ে আমাদের আরো কিছু চিন্তা করা উচিত—যা'তে আশু কার্য্যসিদ্ধি হয় এমন কোন কৌশল বা ষড়যন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া ক'র্‌তে হবে।

রণ। বীরেন্দ্র! এ উত্তম আজ্ঞা ক'রেছেন। রাজকুমারী কোমলস্বভাবা স্ত্রীজাতি! কি জানি যদি দীর্ঘকাল রণতুফান সহ্য ক'র্‌তে অসমর্থা হন?

সংগ্রাম। না হে রণবীর! তোমার সে আশঙ্কা ক'র্‌তে হবে না। রাজকুমারী সামান্যা কামিনী নন। যুবরাজ! আমি এক কৌশল লক্ষ্য ক'রেছি, অনুমতি হ'লে নিবেদন করি।

পৃথ্বী। কি কৌশল লক্ষ্য ক'রেছ?

সংগ্রাম। নগরে প্রবেশ করবার বিষয়ে আপনি যা আজ্ঞা ক'রেছিলেন—অর্থাৎ রণবীর পূর্ব্ব, শত্রুঘ্ন পশ্চিম, আর আমি উত্তর দ্বার দিয়ে প্রবেশ ক'র্‌বো, সে সকল বন্দোবস্ত তেমনি থাক; কেবল আমার স্থানে আমার কনিষ্ঠ শত্রুবিজয়কে রেখে আমি স্বয়ং আপনার সেনাধ্যক্ষ হবো, আর এই আম্রকাননের অন্তরালে সেনাদল ল'য়ে অবস্থিতি ক'রবো। আপনি আর রাজকুমারী উভয়ে ছদ্মবেশে পাঠানদের তাজিয়ার গোলের ভিতর গিয়ে মিশবেন—কারণ তা হ'লে

বিনাযুদ্ধে আপনারা পাঠান সরদারের নিকটস্থ হ'তে পারবেন। আর তাকে যেমন চিন্তে পারবেন, অমনি সেই মুহূর্ত্তেই তার প্রাণ সংহার ক'রে ফেলবেন; তা হ'লে পাঠানেরা আপন সরদারের এইরূপ হঠাৎ নিপাত দেখলে স্তব্ধ হ'য়ে যাবে, আর সাহসহীন হ'য়ে ভয়ে পলালেও পলাতে পারে। এদিকে আমি আপনার সমস্ত সেনা ল'য়ে পলকের মধ্যে আপনার নিকট উপস্থিত হবো, আর প্রয়োজন মতে সমর-যজ্ঞ আরম্ভ ক'রবো।

পৃথ্বী। হাঁ, এ মন্দ পরামর্শ নয়—শত্রুঘ্ন! তোমার মত কি?

শত্রুঘ্ন। যুবরাজ! সংগ্রামদেব যে কৌশলটি ঠাউরেছেন সেটি সুকৌশল বটে, তাতে শীঘ্র শীঘ্রই পাঠান সরদারের নিপাত সম্ভাবনা, কিন্তু আমার আরো কিছু বক্তব্য আছে।

পৃথ্বী। কি বল দেখি?

শত্রুঘ্ন। আমার বিবেচনায় শুদ্ধ রাজকুমারীর আর আপনার ছদ্মবেশে পাঠানদের দলে গিয়ে মেশা যুক্তিযুক্ত নয়। জন কয়েক প্রধান প্রধান সেনা বাছাই ক'রে তাদের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়ে, এমন কি পাঠানদের ন্যায় অবিকল পরিচ্ছদ পরায়ে আপনাদের সঙ্গে ল'য়ে যাবেন—কি জানি যদি পাঠানেরা আপনাদের সহসা চিন্তে পারে, আর আক্রমণ করে, তবে এরাই আপনাদের শরীর রক্ষা ক'রবে।

পৃথ্বী। এ কর্ত্তব্য বটে, কারণ রাজকুমারীর শরীর রক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক হ'চ্ছে। আমি তাঁর দক্ষিণে থাকবো, কিন্তু বামদিক আর পৃষ্ঠদেশ কে রক্ষা করে? সুতরাং জন কয়েক বীর্য্যবন্ত সেনার আবশ্যক হ'চ্চে বটে। সংগ্রাম-দেব! তুমি কি বল?

সংগ্রাম। আজ্ঞা হাঁ, এ সু-পরামর্শ বটে, কেবল রাজকুমারীর জন্যই এ সাহায্যের সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক হ'চ্ছে। নচেৎ বীরেন্দ্র! আপনি যদি একাকী হ'তেন তবে তার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। উত্তর গোগৃহে অর্জ্জুন যেমন একেশ্বর কুরুসৈন্যসাগর মন্থন ক'রেছিলেন, আপনিও তেমনি একেশ্বর অগণন যবনসৈন্য দলনে সক্ষম। আর আমি যে স্থানে থাকবো সেই স্থান থেকে আপনাদের সংবাদ যা'তে প্রতি পলকে পলকে প্রাপ্ত হই, তার উত্তম বন্দোবস্ত করবো। চতুর এবং দ্রুতগামী বার্ত্তাবহকগণ স্থানে স্থানে এরূপ সতর্কতার সহিত অবস্থিতি ক'রবে যে, তাদের দ্বারা আপনাদের প্রতি পাদ সঞ্চরণের সংবাদ আমি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পাবো। বীরেন্দ্র! আপনি দেখবেন, যে মুহূর্ত্তে আপনি পাঠান সরদারকে নিপাত ক'রবেন সেই মুহূর্ত্তেই আমি আপনার নিকটে সসৈন্যে উপস্থিত হবো।

পৃথ্বী। সংগ্রামদেব! তুমিই যথার্থ রণচতুর। তোমার ন্যায় রণদক্ষ সেনাপতি যার, তাকে অবশ্যই ভাগ্যবান্ ব'ল্‌তে

হবে। যাক্ এক্ষণে রাজকুমারীকে আমাদের এই সকল ষড়যন্ত্রের কথা ব'লে পাঠাতে হবে, তিনি যেন আগামী শনিবার সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সমরোচিত বেশ পরিধান ক'রে প্রস্তুত থাকেন, আমরা তাঁর আলয়ে উপস্থিত হ'লে তিনি যেন উপযুক্ত সময়ে আমাদের সঙ্গে এসে মিশ্‌তে পারেন। সংগ্রামদেব! তুমি জনৈক বিশ্বাসী দূত দ্বারা রাজকুমারীকে সমস্ত সংবাদ দেও।

সংগ্রাম। বীরেন্দ্র! আমি স্বয়ংই রাজকুমারীর নিকট গমন কচ্চি এবং সকল বিষয় তাঁর সমক্ষে নিবেদন কচ্চি।

পৃথ্বী। উত্তম, কিন্তু সাবধান রাজকুমারীর সখীটিকে দেখে যেন ভুলে যেও না—রণবীর তাকে দেখে যেরূপ বদন ব্যাদান ক'রেছিলেন, আমার বোধ হ'লো যেন অমৃতময় চূতফল দেখে পবননন্দন আঁটি সমেত গিলিবার উপক্রম ক'র্‌চেন।

শত্রুঘ্ন। (সহাস্যে) যুবরাজ! আপনি সত্য সত্যই লক্ষ্য ক'রেছেন। রাজকুমারীর সখী যখন সহাস্য বদনে আপনার বার্ত্তাবাহিণী হ'তে স্বীকার ক'র্‌লেন, ঠিক সেই সময়ে আমাদের রণবীর ভায়াকে ভাব লেগেছিল—রাজকুমারীর সখীর প্রতি একদৃষ্টে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে, কি বিড়ির বিড়ির ক'রে মনে মনে বক্‌লেন, আর এমনি হাঁ ক'রেছিলেন যে, তা দেখে আমি কষ্টে হাস্য সংবরণ ক'রেছি।

রণ। ভাই শত্রুঘ্ন, মিথ্যা পরিহাস ক'রো না। আমি কেবল রাজকুমারীর সখীর মনে মনে প্রশংসা ক'র্‌ছিলেম। ভাই সংগ্রামদেব! তুমি সত্য বল দেখি রাজকুমারীর সখীটি কি রসিকা নয়?

সংগ্রাম। রণবীর! তুমি যে একেবারে গ'লে গিয়েছ দেখতে পাই। (পৃথ্বীরাজের প্রতি) যুবরাজ! আপনি চেষ্টা ক'রে রণবীরের সঙ্গে রাজকুমারীর সখীর বিবাহ দিয়ে দিন, নৈলে আপনার রণবীরের জীবন সংশয়!

পৃথ্বী। আমি চেষ্টা ক'র্‌লে কি হবে বলো। আমি ত আর স্ত্রীলোকের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ ক'র্‌তে পারব না। রাজকুমারীর সখী সে তার আপনার অন্তঃকরণের আপনিই অধিকারিণী—রণবীরের প্রতি তার যদি শ্রদ্ধা না হয় তবে আমি কি ক'র্‌তে পারি?

সংগ্রাম। এই বারেই প্রমাদ! রণবীর ভাই—তুমি স্বয়ং চেষ্টা কর। রসিকতা, সদালাপ, স্তব, বিনয়, পূজা, উপহার, যাতে রাজকুমারীর সখীর মনোমোহন হয় তা ক'র্‌তে আরম্ভ কর। কিন্তু দেখ' ভাই; অত বেশী মুখ বিস্তার ক'রো না, তা হ'লে সব ফস্‌কে যাবে।

রণ। যাও ভাই, তোমাদের পরিহাস রেখে দেও। আমাকে পাগল পেয়েছ না কি? আমি কেবল ব'লেই ধরা পড়েছি। আচ্ছা, সকলে সত্য ক'রে বল দেখি, সুন্দরী

যুবতী যদি রসিকা, মিষ্টালাপী হয় তাকে পেতে কোন্ যুবার মনে মনে স্পৃহা না হয়? যার না হয় আমি তাকে পুরুষ ব'লে গণ্য করি না। আর ভাই সংগ্রামদেব, তুমি পরকে ঠাট্টা ক'র্‌তে বিলক্ষণ মজবুত, কিন্তু আপনি কি সুচতুর! রাজকুমারীর সখীটিকে একবার দেখে চক্ষু সার্থক ক'র্‌বে, সেই লালসায় যুবরাজের নিকট থেকে দৌত্যকার্য্যের ভারটি আপনি চেয়ে লয়েছ—আমি কি ঘাস খাই? আমি কি কিছু বুঝতে পারিনে?

পৃথ্বী। (সহাস্যে) সাবাস রণবীর! উত্তম বক্তৃতা ক'রেছ। সংগ্রামদেব! তুমি এইবারে গেলে।

সংগ্রাম। (সহাস্যে) যুবরাজ! বৈশাখ মাস নিকট, এ'রি মধ্যে রণবীর ভায়া যেরূপ উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছেন এর উপর আর বেশী উত্তপ্ত হ'লে তাঁকে ঠাণ্ডা করা ভার হবে, সুতরাং চেপে যাওয়াই শ্রেয়ঃ বোধ হ'চ্ছে, আর বেলাটাও অধিক হ'য়েছে, আপনার মধ্যাহ্ন ক্রিয়াদির সময় উপস্থিত হ'লো, গাত্রোত্থান ক'র্‌তে আজ্ঞা হয়।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তারার শয়নাগার।

(পর্য্যঙ্কোপরি তারা এবং অন্য আসনে
রোহিণী আসীনা।)

তারা। সখি, রজনী প্রভাতের বিলম্ব কত ?

রোহি। রাজকুমারী! প্রভাতের এখনও ঢের বিলম্ব আছে, এই মাত্র যামিনীর দ্বিতীয় যাম গত হ'লো, আর একটু বিশ্রাম করুন। আজ যে দেখছি আপনার চক্ষে নিদ্রা নাই, অত উতলা হ'লেন কেন ?

তারা। তুমি কি ভুলে গেলে, সখি, কাল শনিবার, মহরমের শেষ দিন ?

রোহি। না আমি ভুলি নাই; কিন্তু রাজকুমারি! যুবরাজ ত ব'লে পাঠিয়েছেন যে, তিনি সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এখানে আসবেন, আপনি সেই সময়ে প্রস্তুত হ'লেই ত হবে ?

তারা। সখি! সত্য। কিন্তু সখি! একবার ভেবে দেখ দেখি আমার কি এ বিশ্রাম করবার সময় ? সখি! যারা

স্বদেশের, জন্মভূমির অধিকারিত্ব থেকে বঞ্চিত হ'য়েছে, যারা জীবনের সার স্বাধীনতা রূপ অমূল্য ধন অপহারক দস্যুর গ্রাস থেকে রক্ষা ক'র্‌তে পারে নাই, তাদের আবার বিশ্রাম কি? সুখ ইচ্ছাই বা কি? স্বজাতির, স্ববংশের, স্বদেশের অপমানরূপ বৃশ্চিক দংশন সহ্য ক'র্‌লে কি নয়নে নিদ্রার আবির্ভাব হয়? যাদের হয় তারা মানবকুলে অত্যন্ত হেয়! দেখ সখি! আর্য্যকুল-উজ্জ্বলকারী মেঘনাদহন্তা লক্ষ্মণবীর অগ্রজের অবমাননায় সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে চতুর্দ্দশ বৎসর নিদ্রা যান নাই, চতুর্দ্দশ বৎসর স্ত্রীসহবাস করেন নি, ব্রহ্মচর্য্য ক'রে কালক্ষেপ ক'রেছিলেন। তার পর যখন শুভ-দিনে দুষ্ট খল-অপহারক লঙ্কেশ্বরকে তার দুষ্টাচারের সমুচিত প্রতিফল দিলেন তখন আবার সংসারী হ'য়েছিলেন। সখি একটি গীত শোন—

গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

সখি ধন্য সে জন।
স্বজাতি গৌরব যেই করে উদ্দীপন॥
স্বদেশের অপমান ঘুচাতে যে সঁপে প্রাণ,
মানবে সেই প্রধান, পুরুষ-রতন॥

স্বাধীনতা মহাধন,—হারাইয়ে সে রতন,
শোকে সুখ-সাধ যেই করে বিসর্জ্জন—
ধন্য সে নরেরি সার, প্রাণাবধি পণ যার,
করিতে পুনরুদ্ধার, সে হারা রতন ॥

রোহি। রাজকুমারি! আপনিই ধন্যা! আপনিই নারীকুল পবিত্র করবার জন্যে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন! আপনার সুকণ্ঠ মধুর সঙ্গীতে মুগ্ধ হ'য়ে আপনার পক্ষপাতিনী হ'য়ে ব'লছি না—রাজকুমারি! যার অন্তঃকরণে এত অধিক পরিমাণে স্বদেশের, স্বজাতির প্রেম জাজ্জল্যমান রয়েছে, সে কি প্রশংসার পাত্রী নয়? রাজকুমারি! আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি জগদম্বা সুপ্রসন্না হ'য়ে যেন ত্বরায় আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করেন।

তারা। সখি, তুমি আমাকে ভালবাসো ব'লে আমার অত প্রশংসা ক'চ্চো। সখি, আমি তোমাকে সত্য সত্যই ব'লচি আমি বাস্তবিক কিছু মাত্র প্রশংসার পাত্রী নই। দেখ সখি, ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ ক'রে যারা স্ব স্ব কর্ত্তব্য আচরণ যথার্থরূপে অনুষ্ঠান ক'রতে পারেন তাঁরাই কেবল প্রশংসার পাত্র হন। দেখ দেখি, সতী দাক্ষায়ণী নারীকুল কেমন চির উজ্জ্বল ক'রেছেন! স্বকর্ত্তব্য সাধনে তেমন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রমণীশিরোমণি জগতে আর কি দৃষ্ট হয়? পিতার

মুখে পতিনিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ ক'র্‌লেন! সখি! একবার ভেবে দেখ দেখি, তিনি কত বড় পতিপ্রাণা ছিলেন, আর তাঁর পতিভক্তিই বা কি অদ্ভুত! 'পতির নিন্দক পিতা! তাঁর ঔরসজাত আমার এই দেহ! একি আমার পরম পূজ্য ইষ্টদেবতা পতিসেবায় অধিকারী হবে? আর কি আমি এ দেহকে পতিপূজার পবিত্র উপচার মনে ক'রতে পারবো? না কখনই নয়! হায়! তবে বুঝি পতিসেবায় বঞ্চিত হ'লেম!' —এই আশঙ্কায়, এই খেদে, সখি, এই শোকে, দাক্ষায়ণী কলেবর পরিত্যাগ ক'রেছিলেন। নারীজাতির জীবনের একমাত্র সার কর্ত্তব্য যে পাতিব্রত্যধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে প্রতিপালন করা, তার আশ্চর্য্য চিত্র জগতে সতীই দেখিয়েছেন। সখি! এইরূপ মহৎ চরিত্রই জগতে প্রশংসনীয়। আর দেখ সখি, পুরুষজাতির মধ্যে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র, বীরকুলচূড়ামণি ভীষ্ম,—এঁরাই যথার্থ প্রশংসার পাত্র হ'য়েছিলেন। পিতৃসত্য-পালনে, প্রজারঞ্জনে, পিতার সন্তোষ লাভার্থে, যাবজ্জীবনের জন্যে এঁরা আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। দেখ দেখি সখি, এঁদের স্বকর্ত্তব্য সাধনে কত বড় আস্থা! কত বড় স্থির প্রতিজ্ঞা! মানবকুলের মধ্যে এঁদের ন্যায় কর্ত্তব্য-অনুষ্ঠানে দৃঢ়ব্রত যাঁরা, তাঁরাই কেবল সংসারে প্রশংসা পাবার যোগ্য পাত্র। সখি! আমি কি গৌরবের কর্ম্ম ক'রেছি যে প্রশংসার পাত্রী হ'লেম?

রোহি। রাজকুমারি! এখন বুঝলেম যে আপনার ন্যায় মহানুভব যাঁরা, তাঁরা আত্মপ্রশংসা শুন্‌তে লজ্জিত হন। আর অসার লোকেই কেবল আত্মগৌরবের আস্ফালন করে। যা হোক্ প্রার্থনা করি, যেন হিন্দুস্থানের সকল মহিলাতেই আপনার মহৎ দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে, তা' হ'লে দেশের আর গৌরবের সীমা থাকবে না। আহা! যে দেশের মহিলাগণ সব বীরপত্নী, সব বীরপ্রসবিনী, সে দেশের কি অতুল গৌরব!

তারা। সখি! আমার বোধ হ'চ্চে যামিনী শেষ হ'য়ে এলো। শীতল উষা সমীরণ যেন আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'র্‌লে বোধ হ'লো।

রোহি। কই রাজকুমারি! আমি ত কিছুই টের পেলেম না, তবে বোধ হয় পবনদেব প্রভাকরের অনল-উত্তাপে সমস্ত দিন জ্ব'লে পুড়ে রাত্রে ঘুমোতে পারেন নি, তাই আপনার সুচারু কোমলাঙ্গ স্পর্শ ক'রে কিছু শীতল হবেন ব'লে, এত তাড়াতাড়ি শয্যা থেকে উঠে এসেছেন।

তারা। সখি! এটি তোমার ভুল। ভগবান মরুতের কি আমার মতন সামান্য মানবীতে তৃপ্তি জন্মাতে পারে? তিনি যেমন পাত্র বিধাতা তাঁরে তেমনি দুটি উপযুক্ত ভার্য্যা দিয়েছেন, কাদম্বিনী আর সৌদামিনী। যখন তিনি দিবাকরের প্রখর উত্তাপে বড় জ্বলে উঠেন, তখন তারা দুই সতিনে

অমনি তর্জ্জন গর্জ্জন ক'রে কোন্দল আরম্ভ ক'রে দেয়! কেউ হাসে, কেউ কাঁদে, আর পবনদেব একে শরীরের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত তাতে আবার ঘরের জ্বালা! এই দুই জ্বালাতে অস্থির হ'য়ে ছুটে ছুটে বেড়ান; তার পর যখন কাদম্বিনীর আর সৌদামিনীর কোন্দল থামে তখন তিনি 'হোঁচটে পড়ে শয়নে পদ্মনাভ' বিবেচনায় নিজেও ঠাণ্ডা হন। সখি! পুরুষের দুটো বিয়ে কি কম জ্বালা?

রোহি। রাজকুমারি! তা' আবার একবার ক'রে ব'লতে! দ্বারকানাথ যদুপতি ষোলশ মহিষী নিয়ে কেমন ক'রে সংসার চালাতেন আমি তাই ভাবি?

তারা। চালাবেন আর কি? মাথা আর মুণ্ডু! সত্যভামার মুখ ঝামটা খেয়ে খেয়ে, আর রুক্মিণীর কিসে মন যোগাবেন সেই ভাবনা ভেবে ভেবে কাষ্ঠ হ'য়ে গিয়েছেন, আর হাত পা পেটের ভিতর ঢুকে ঠুঁটো জগন্নাথ হ'য়ে সমুদ্রের ধারে বসে ঢেউ গুণছেন!

রোহি। তাই ত রাজকুমারি! দেবতারাও যখন বহু-বিবাহের কষ্টভোগ ক'রতে এড়ান না, তখন মানুষে আবার জেনে শুনে সেই ঝকমারীতে কেন লিপ্ত হয়?

তারা। তা জাননা সখি? কেবল দুষ্ট লোভ! দুষ্ট ক্ষুধা! অনেক পুরুষের এই রোগ আছে, আর দুর্ভাগ্যক্রমে দুই একজন স্ত্রীলোকেরও এই রোগ দৃষ্ট হয়, তারা দশজনের

খাদ্য একা আহার ক'রেও তৃপ্ত হন না, উদরে স্থান থাকুক আর নাই থাকুক, দন্ত চর্ব্বণে শক্ত হ'ক আর নাই হ'ক, কিন্তু রোমন্থক পশুদের ন্যায় অহর্নিশি আহারটি চালাতে হবে! সখি! একি কম ঘৃণিত রোগ! আমি শুনেছি, এই রোগের প্রবলতায় রোগীর খাদ্যাখাদ্যের বিষয় কিছুই বিচার থাকে না, অধিকন্তু চক্ষু যায়! কর্ণ যায়! লজ্জা থাকে না! তবে লোকনিন্দা শুনতে পায় না। আর সেই দুর্ভগ রোগীকে ভদ্রসমাজে যে কত হেয় আর ঘৃণিত ক'রে ফেলে, তা ব'লতে আমার রসনা অশক্ত।

নেপথ্যে। রোহিণী—রোহিণী—

রোহি। রাজকুমারি! এ মন্ত্রী মহাশয়ের কণ্ঠধ্বনি না?

তারা। সখি হাঁ, এ মন্ত্রী মহাশয়ের কণ্ঠস্বর। যাও যাও, শীঘ্র বাহিরে যাও, জিজ্ঞাসা কর, মন্ত্রী মহাশয় কি সংবাদ লয়ে এসেছেন।

(রোহিণীর প্রস্থান এবং চাণক্যের সহিত পুনঃ প্রবেশ।)

চাণ। রাজকুমারি, দীর্ঘজীবিনী হউন!

তারা। (অভিবাদনপূর্ব্বক) মন্ত্রী মহাশয়, সংবাদ কি?

চাণ। রাজকুমারি, শীঘ্র প্রস্তুত হ'ন; রাত্রি শেষ হ'য়েছে, যুবরাজ এসে বাহিরে প্রতীক্ষা ক'র্‌চেন। আমি আপনার "পবনবেগ" নামক তুরঙ্গমকে সুসজ্জিত ক'রে আনতে ব'লে দিয়েছি, অশ্ব আগতপ্রায়।

তারা। উত্তম! মন্ত্রী মহাশয় আমি প্রস্তুতই আছি, কেবল অসিচর্ম্ম গ্রহণ ক'ল্লেই হয়। আপনি অগ্রসর হন্ আমি যাচ্চি।

চাণ। যে আজ্ঞা।

(চাণক্যের প্রস্থান।)

তারা। সখি, আমার সেই অসিখানি এনে দেও, যার করমুষ্টে "শত্রুনাশিনী" ব'লে খোদিত আছে।

(রোহিণীর প্রস্থান এবং অসিচর্ম্মের সহিত পুনঃ প্রবেশ এবং তারাকে অসিচর্ম্ম প্রদান।)

তারা। (অসিচর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক) খড়্গ! তুমি অসুরনাশিনী ভবানীর করকমলে বাস কর! তুমি অস্ত্রপ্রধান! আজ তুমি আমার কর উজ্জ্বল কর, তোমার প্রসাদে যেন ভারতের চিরশত্রু যবনদমনে কৃতকার্য্য হই।

রোহি। রাজকুমারি! আমার একটি প্রার্থনা আছে।

তারা। কি? বল সখি?

রোহি। আমার এই প্রার্থনা যে আপনি যেন যুবরাজের সমীপবর্ত্তিনী হ'য়ে থাকেন, তাঁর নিকট থেকে যেন বেশী অন্তরে গিয়ে না পড়েন, কি জানি যদি পাঠান সেনারা আপনাকে একাকিনী পেয়ে বেষ্টন করে?

তারা। সখি! সমর-তরঙ্গে ভাস্‌লে কে কোন্ স্থানে যে অবস্থিতি ক'র্‌বে তা পূর্ব্বে নির্ণয় করা যায় না, তার উপস্থিত মতে বিবেচনা ক'র্‌তে হয়, আর সখি, তুমি কি মনে কর, আমি মরণের আশঙ্কা করি?

অপমান কলঙ্কের করিতে মোচন,
স্বাধীনতা মহাধনে করিতে রক্ষণ,
দেশ ধর্ম্ম রক্ষা তরে, যে জন সাহস ভরে,
সমরে যাইতে ডরে আশঙ্কি মরণ,
শত ধিক তারে সেই ভীরু অভাজন॥

পরাধীন শৃঙ্খলেতে হইয়ে বন্ধন,
পরের দাসত্ব ভার যে করে বহন,
স্বজাতি গৌরব নাশ, দেখেও বাঁচিতে আশ,
সুখভোগে অভিলাষ করে যেই জন,
না জানি কেমন তার অধম জীবন!

শরীর ধরিলে আছে অবশ্য মরণ,
স্বভাব নিয়ম এই কে করে খণ্ডন ?
সাহসী ধার্ম্মিক যারা, মরিতে ডরে না তা'রা,
বলে তা'রা মরণের আছে প্রয়োজন,
'বারেক মরিব' আছে বিধির বন্ধন ॥

কর্ত্তব্যসাধনে যার নাহি দৃঢ় পণ,
বৃথাই জনম তার বিফল জীবন !
ভীরু কাপুরুষ যারা, সদা ভয়ে হ'য়ে সারা,
কতবার মরে তা'রা না হ'তে মরণ
কি ফল আছয়ে রাখি তেমন জীবন ?

কর্ত্তব্য কর্ম্মের সখি ক'ত্তে অনুষ্ঠান,
প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আমি সঁপিব পরাণ,
হাসিয়ে দর্পের হাসি, সমর সাগরে ভাসি,
তুলিব তরঙ্গরাশি, প্রহার তুফান,
শত্রুর শোণিতে অসি করাইব স্নান ॥

'ধাইব ধাইব সখি, কীর্ত্তির সদন,
থাকুক জীবন আর যাউক জীবন,
স্বাধীনতা মহাধনে, উদ্ধারিতে সে রতনে,
প্রতিজ্ঞা ক'রেছি মনে মারিব যবন,
দেশের কলঙ্ক আজ করিব ভঞ্জন ॥

তুলিতে হিন্দুর পুন গৌরব নিশান,

থাকে থাক কলেবরে নহে যাক প্রাণ।

যদি বিধি কৃপাবান, হইয়ে আশা পূরান,

ধরিব এ দেহে তবে জীবন পরাণ—

নতুবা আজি সমরে, ত্যজিয়ে এ কলেবরে,

ভুলিব দারুণ শোক দেশ অপমান॥

নেপথ্যে। রাজকুমারি! আপনার অশ্ব সুসজ্জিত হ'য়ে দ্বারে এসে উপস্থিত হ'য়েছে, আস্‌তে আজ্ঞা হউক।

তারা। চল সখি, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(টোডাটঙ্ক নগরের দক্ষিণ দ্বার উদঘাটনপূর্ব্বক পাঠান সরদার লালা এবং তাহার অনুচরগণের তাজিয়া লইয়া নগরের বাহিরে আগমন, বাদ্যের সহিত সকলের স্ব স্ব বুকে চপেটাঘাত এবং হোসেন হাসেন নাম উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্রগমন, অন্য দিক হইতে ছদ্মবেশী পৃথ্বীরাজ-তারা এবং অনুচরগণ আসিয়া পাঠানদের দলে প্রবেশ।)

লালা। (পৃথ্বীরাজ ও তারাকে দেখিয়া সন্দিগ্ধ চিত্তে অনুচরগণের প্রতি) তোমরা কে'ও ব'লতে পার ?— এই যে দুজন লোক আমাদের তাজিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসছে, এরা কে ? এদের ত আগে কখন দেখি নাই, এদের এক জনকে স্ত্রীলোকের মতন বোধ হ'চ্চে না ?

প্র, অনু। জাঁহাঁপনা ! হাঁ ! আপনি ঠিক ঠাউরেছেন, এদের এক জনকে স্পষ্ট মেয়ে মানুষের মত বোধ হ'চ্চে।

দ্বি, অনু। জাঁহাঁপনা! এদের মুখ দেখলে বোধ হয় এরা কোন বড় ঘরআনা হবে, তা ওদের কেন ডেকে জিজ্ঞাসা করা যাক্ না?

তৃ, অনু। না হে! তুমি জান না (লীলার প্রতি) জাঁহাঁপনা! এদের রাজপুত ব'লে বোধ হয় আর যেন কোন দুষ্ট অভিপ্রায়ে এসেছে, এমনি আশঙ্কা উপস্থিত হ'চ্ছে।

পৃথ্বীরাজ। (তারাকে সম্বোধন করিয়া) রাজকুমারি! আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। আপনার পিতৃশত্রুকে চিন্‌তে পেরেছি। (লীলার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক) ঐ যে দীর্ঘাকার লোকটা, যাকে সকলে জাঁহাঁপনা ব'লে সম্বোধন ক'চ্চে, ঐ ব্যক্তিই হবে তার আর সন্দেহ নাই।

তারা। যুবরাজ! ঐ—ঐ বটে—

পৃথ্বীরাজ। (লীলার প্রতি বেগে ধাবিত হইয়া তাহার বক্ষঃস্থলে অস্ত্রের আঘাত ও লীলার চীৎকারের সহিত ভূতলে পতন এবং মৃত্যু; এবং তারার প্রতি উচ্চৈঃস্বরে) রাজকুমারি! তোমার পিতৃরাজ্য-অপহারকের সমুচিত ফল দিলাম—

(পাঠানদলে মহা কোলাহল)

সকলে। রাজপুত এসেছে! রাজপুত এসেছে! মার রে—মার রে—(কেহ কেহ পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল।)

তারা। (নিজ অনুচরগণের প্রতি) সেনাগণ ! ধাও—মারো—দুষ্ট পাঠানেরা যুবরাজকে আক্রমণ ক'র্‌তে আস্‌ছে—(বেগে সেনাগণের সহিত পৃথ্বীরাজের নিকটে যাইয়া পাঠানদের সহিত যুদ্ধ করণ।)

(নেপথ্যে রণবাদ্য, সৈন্যকোলাহল।)

(সসৈন্যে সংগ্রামদেবের প্রবেশ এবং সিংহনাদ পূর্ব্বক পাঠানদের সহিত যুদ্ধ, পাঠানদের রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন এবং হস্তী দ্বারা নগরের দ্বার অবরোধ ; তারার অসির আঘাতে হস্তীর শুণ্ডচ্ছেদন—হস্তীর পলায়ন—পৃথ্বীরাজ, তারা, রাজপুত সেনাগণ—সকলের নগরে প্রবেশ এবং জয়ধ্বনি।)

রাজপুত সেনাগণ। (সকলে উচ্চৈঃস্বরে) রাজকুমারী তারা কি জয় ! বীরেন্দ্র পৃথ্বীরাজ কি জয় ! রাজপুত বাহুবল কি জয় ! হিন্দুকুল কি জয় !

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

টোডাটঙ্ক নগরের রাজভবন, রাজসভা।

(সুরতান, চাণক্য, তারা, পৃথ্বীরাজ, পৃথ্বীরাজের সরদারগণ, সভাসদ কবিভূষণ, নাগরিকগণ, প্রহরী, নর্ত্তকী, গায়ক প্রভৃতি আসীন,—গীত এবং নৃত্যের পর গায়ক ও নর্ত্তকার প্রস্থান)

সুরতান। নগরবাসিগণ! তোমরা স্বচক্ষে দেখেছ, যুবরাজ পৃথ্বীরাজ কি আশ্চর্য্য রণপণ্ডিত! এরই কল্যাণে আমি স্বরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হ'লেম, আর তোমাদের যবনপীড়নের অবসান হ'লো!

প্র, নাগরিক। মহারাজ! যুবরাজ পৃথ্বীরাজের জয় হ'ক, প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘজীবী হউন।

দ্বি, নাগরিক। মহারাজ! যুবরাজের ন্যায় সমরদক্ষ ভূমণ্ডলে আর দৃষ্ট হয় না। তিনি যবন দমন করে হিন্দুস্থানে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখলেন। ব'লতে কি? আমাদের অসহ্য যবনপীড়ন থেকে উদ্ধার ক'রতে, আমাদের দুর্ভাগ্য-যামিনীর অবসান ক'রতে, তিনি হিন্দুর গৌরবসূর্য্যের মূর্ত্তি

ধ'রে এই নগরে এসে উদয় হ'য়েছেন, এ আমাদের বহুভাগ্য ব'লতে হবে।

তৃ, নাগরিক। নরেশ্বর! আপনকার রাজ্যের যাবতীয় লোক যুবরাজের অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্য দেখে মুগ্ধ হ'য়েছে, আর মহারাজের শত্রু দুষ্ট যবনকে নিপাত করাতে তা'রা যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হ'য়েছে, তা আমি এক মুখে বর্ণন ক'রতে পারি না, সকলেই তাঁর যশঃ কীর্ত্তন ক'রছে, আর সকলে কৃতজ্ঞতার সহিত মুক্তকণ্ঠে ব'লছে যে "যুবরাজ আমাদের যবনপীড়ন থেকে উদ্ধার ক'রলেন! তাঁর এ ধার আমরা চিরকালেও পরিশোধ ক'রতে পারব না।"

সুরতান। দেখ নগরবাসিগণ! তোমরা যা ব'লছ, তা সকলি সত্য। যুবরাজ পৃথ্বীরাজের বীরত্বে ও সদ্গুণে সমস্ত পৃথিবী উজ্জ্বলা হ'য়েছে। এক্ষণে আমি মানস ক'রেছি যে আমার তারাকে তাঁর করে সমর্পণ ক'রে, আমার স্বরাজ্য যৌতুকের স্বরূপ দান ক'রবো। আমার এক্ষণে বার্দ্ধক্য অবস্থা, এখন পুণ্য আশ্রম অবলম্বন ক'রে জীবন অতিবাহিত করাই শ্রেয়ঃ, আর সংসারে লিপ্ত থাকা উচিত বোধ হ'চ্চে না।

সকলে। মহারাজ! উত্তম, উত্তম আজ্ঞা ক'রেছেন।

প্র, নাগরিক। আহা আমাদের রাজকুমারী যেমন বীর্য্যশালিনী, যুবরাজও তেমনি সুপাত্র; এঁদের উভয়ের মিলন কি নয়নরঞ্জনকরই হবে! মরি! মরি!

দ্বি, নাগরিক। (প্রথমকে সম্বোধন করিয়া) ভট্ট মহাশয়! আপনি কি শোনেন নাই। আমাদের রাজকুমারী রণস্থলে কি অসাধারণ বীর্য্য প্রকাশ ক'রেছেন? স্ত্রীলোক হ'য়ে হাতীর শুঁড় কেটে ফেলা,—এটা কি সহজ কথা?

কবিভূষণ। নরেশ্বর! আমাদের রাজকুমারী সিংহাসন উজ্জ্বল ক'রে রাজত্ব ক'রবেন—এ আহ্লাদ আমাদের রাখতে আর স্থান নাই! আনন্দে সমস্ত হৃদয় পুলকিত হ'লো! মহারাজ! রাজকুমারীর মতন প্রজাপালিনী, প্রজার হিতার্থিনী —জগতে আর দৃষ্ট হয় না! তিনি আমাদের শাসনকর্ত্রী হ'লে ও তিনি আমাদের সন্তানবৎ প্রতিপালন ক'রলে, আমরা যে কি সুখ-সাগরে ভাসবো তা বর্ণন ক'রতে পারিনে। মহারাজ! শাস্ত্রকারেরা বলেন—

সুখী সেই প্রজাপুঞ্জ ধন্য সেই দেশ,
প্রজাহিতে রত সদা যথায় নরেশ।
সন্তান সম আদরে, জননীর স্নেহ ভরে,
পালে যে প্রজাবর্গেরে, যতনে অশেষ—
প্রজাদের ধন প্রাণ, রক্ষা হেতু নিজ প্রাণ,
অকাতরে করে দান নাহি খেদ লেশ।
সুখী তার প্রজাপুঞ্জ ধন্য সেই দেশ॥

ধন্য সেই রাজা তাঁর সুখী প্রজাগণ,
দিবাকর সম কর যে করে গ্রহণ।
বাষ্পকণা মাত্র কর, আকর্ষিয়ে দিবাকর,
বিশাল জলদ-জালে করে আহরণ—
ধরার হিতের তরে, বর্ষে তাই অকাতরে,
মুষলের ধারে যবে হয় প্রয়োজন।
ধন্য সেই দেশ যার ভূপতি এমন॥

মরি! কি সুখেতে সেই দেশবাসী ভাসে,
যথায় নৃপতি শশী সমান প্রকাশে।
স্নেহের শীতল আলো, বিস্তারি করে উজ্জ্বল,
প্রজার মুখমণ্ডল কুমুদিনী হাসে—
নাহি জ্বালা, নাহি তাপ, কর পীড়নের চাপ,
দুঃখ মনস্তাপ তমো দূরে যায় ত্রাসে।
আহা! কি সুখেতে সেই দেশবাসী ভাসে॥

হয় কি সে রাজ্যে কভু প্রজার পীড়ন,
যথা রাজা করে সব স্বচক্ষে দর্শন?
গতিতে হ'য়ে পবন, সর্ব্বত্র করে ভ্রমণ,
দে'খে কি করে তার কর্ম্মচারিগণ—
গোপনে সন্ধান লয়, কিরূপে প্রজারা রয়,
সুখী দুঃখী—আনন্দ কি নিরানন্দ মন।
হইতে কি পারে সেথা প্রজার পীড়ন?

ধন্য সেই দেশ যথা রাজা ন্যায়বান,
বিচারেতে ধর্ম্মরাজ যমের সমান।
আত্ম পর নাহি মানে, পক্ষপাত নাহি জানে,
ধর্ম্ম তুলা ধরি করে বিচার বিধান—
সাধু জনে পুরস্কার, অসাধুরে তিরস্কার,
যে যাহার যোগ্য তারে করে তাই দান।
মরি! কি ভূপতি সেই ধর্ম্ম ন্যায়বান!

মহারাজ! আমাদের রাজকুমারীতে এই সকল মহৎগুণ লক্ষ্য হয়! একি আমাদের কম আহ্লাদ? একি আমাদের কম সৌভাগ্য?

চাণক্য। (সুরতানের প্রতি) মহারাজ! আপনার নগরের মধ্যে এই ব্যক্তিটি কি সৎ কবি! আহা! কি চমৎকার রাজনীতি মধুর কবিতায় প্রকাশ ক'রলেন!

সুরতান। অতি চমৎকার! মন্ত্রিবর! এরূপ রাজ-নীতিজ্ঞ সৎকবির পুরস্কার করা অতীব আবশ্যক। ইঁহাকে রাজকোষ থেকে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক দাও—

চাণক্য। যে আজ্ঞা—

কবিভূষণ। (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক) মহারাজের

জয় হউক! মহাত্মারা ও সারগ্রাহী ব্যক্তিরাই সদ্‌গুণের আদর ক'রে থাকেন এবং গুণী লোকের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে অকাতরে ধনরাশি ব্যয় করেন—আর যারা অসার ব্যক্তি, তারাই কেবল বৃথামোদে এবং সাধুজন অপ্রিয় কার্য্যে ঐশ্বর্য্যের শ্রাদ্ধ করে। মহারাজ! কি আক্ষেপের বিষয়! অদৃষ্ট-বলে অনেকে বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন বটে, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের যথার্থ ব্যবহার না জেনে সমাজের কণ্টক হ'য়ে পড়েন! নরেশ্বর! মানুষ মাত্রের জীবনের সার উদ্দেশ্য যশঃ আর পুণ্য উপার্জ্জন করা; সেই উদ্দেশ্য সাধন ঐশ্বর্য্য দ্বারা যেমন হয় তেমন আর কিছু দ্বারাই হয় না। কিন্তু যাঁরা পাপ আর অপযশের বিনিময়ে বিপুল ধনরাশি ক্ষয় করে, তাদের সৌভাগ্যে দুর্ভাগ্য ব'লতে হবে।

নরেশ্বর!

ঐশ্বর্য্যবানেরে সবে ভাগ্যবান কয়,
সৌভাগ্য ব্যতীত কেবা ধনবান হয়?
মুনি ঋষি জ্ঞানী জনে, চতুর্ব্বর্গ মধ্যে গণে
অর্থের মহিমা সবে শত মুখে কয়—
পাইয়ে তেমন ধন, যেই মূঢ় অভাজন,
কর্ম্মে পাপ উপার্জ্জন করে তায় ক্ষয়!
সৌভাগ্যে দুর্ভগ তারে বলয়ে নিশ্চয়॥

ভাগ্যের উপরে ভাগ্য ! বলি যে তাহার,
ধনের উপরে ধর্ম্ম জ্ঞান আছে যার।
পরহিতে করে দান, বিদ্যার করে সম্মান,
দীন দুঃখী ক্ষুধার্ত্তেরে যোগায় আহার—
করে দান অকাতরে, সমাজের হিত তরে,
অন্তরে বদান্যরস স্রোত বহে যার,
উজ্জ্বলেতে মধুমাখা সৌভাগ্য তাহার ॥

ধন ব্যবহার যেন শিখে ধনী জন।
হবে সুখ দেশে, হবে দুঃখের মোচন।
হা অন্ন ! যো অন্ন ! বলি, দরিদ্র দুঃখী কাঙ্গালী,
কাঁদিবে না আর তারা অভাবে অশন—
খাদ্য, পেয়, আচ্ছাদন, আছে যত রূপ ধন,
দিবে সবাকারে সব করিয়ে বণ্টন,
ধন ব্যবহার যদি শিখে ধনিগণ ॥

তারা। মন্ত্রী মহাশয় ! এই কবিভূষণ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করুন, যদি তিনি রাজসরকারে কোন প্রধান কর্ম্মচারীর পদ পেতে ইচ্ছা করেন ? তিনি যেরূপ রাজনীতিজ্ঞ এবং ধনব্যবহার শাস্ত্রে পণ্ডিত, তেমন একজন দক্ষ ব্যক্তি রাজকোষাধ্যক্ষ হ'লে দেশে মঙ্গলের সম্ভাবনা।

চাণক্য। (কবির প্রতি) কবিভূষণ মহাশয়! শুন্‌লেন ত রাজকুমারী আপনার বক্তৃতা শুনে সন্তুষ্টা হ'য়েছেন, আর আপনাকে রাজকোষাধ্যক্ষের পদে আহ্বান ক'রছেন, আপনার অভিপ্রায় কি?

কবি। মহাশয়! আমার পরম সৌভাগ্য ব'ল্‌তে হবে যে রাজকুমারী আমার প্রতি সন্তুষ্টা হ'য়ে আমাকে এমন উচ্চপদ দিয়ে পুরস্কার ক'রলেন। প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘ-জীবিনী হ'য়ে, চিরযশস্বিনী হ'য়ে সুখে রাজ্য শাসন করুন। আমার প্রতি যে কর্ম্মের ভার দিলেন তার সুসম্পাদন ক'রতে আমি সাধ্যানুসারে ত্রুটি ক'রবো না।

সংগ্রামদেব। (পৃথ্বীরাজকে সম্বোধন করিয়া) যুবরাজ! আপনি কি চমৎকার স্ত্রীরত্নই লাভ ক'রলেন! সদ্‌গুণের আদর করার কি সুন্দর পরিচয় রাজকুমারী দিলেন!—

সুর। (সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া) তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? (পৃথ্বীরাজের করে তারার কর-সংযোগ করিয়া) রাজপুত কুলতিলক বাবা পৃথ্বী! আমি স্বরাজ্যের সহিত আমার তারাকে তোমার করে সম্প্রদান ক'রলেম—(নেপথ্যে মঙ্গলধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি)। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোমরা উভয়ে দীর্ঘজীবী হ'য়ে দাম্পত্যপ্রণয়ে পরস্পর সুখী হও, আর নির্ম্মল যশের আলোয় জন্মভূমি ভারতবর্ষ উজ্জ্বল কর।

পৃথ্বী ও তারা। (উভয়ে নতশির হইয়া সুরতানকে প্রণাম করিয়া) পিতা! আপনার অমৃতময় স্নেহের যে অনন্ত ঋণ তা আমরা চিরকালও পরিশোধ ক'রতে পারব না। (সভাসদ্‌গণের আশীর্ব্বাদ)

সকলে। রাজকুমারী চিরসুখিনী হোন্—যুবরাজের জয় হোক্।

সুর। (সকলের প্রতি) তোমরা আজ সমস্ত নগরে রাজব্যয়ে আনন্দ উৎসব কর।

সকলে। যে আজ্ঞা মহারাজ!

(সকলের প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তারার পুষ্পোদ্যান।

(তারা এবং পৃথ্বীরাজ আসীন।)

পৃথ্বী। প্রণয়িনী! এই অশোক তরুটির সঙ্গে এ মাধবীলতার সংযোগ ক'রলে কে? আহা! এদের উভয়ের মিলন কি নয়নপ্রীতিকরই হ'য়েছে।

তারা। নাথ! মাধবী আপনিই অশোক তরুকে প্রণয়দামে আবদ্ধ ক'রেছে। ঐ দেখুন তার নিকটে উচ্চ শাল্মলী বৃক্ষ রয়েছে, কিন্তু মাধবীর একটি শাখাও সে দিকে যায় নাই। প্রিয়তম! যারা নারীজাতির মধ্যে সৎস্বভাবা তারা সজ্জনেরই অনুগামিনী হয়—এর দৃষ্টান্ত উদ্ভিজ্জজাতির মধ্যেও দেখুন। আবার ওদিকে দেখুন অপরাজিতা করবীরকে আশ্রয় ক'রে কেমন সুন্দর শোভা ধারণ ক'রেছে!

পৃথ্বী। তাই ত, প্রিয়ে! করবীরের কোলেতে অপরাজিতার মধুর নীলিমা কি চমৎকার মানিয়েছে! আহা! তাদের দেখলে বোধ হয় যেন করবীর অপরাজিতার কালোতে

চপলা হাসি দেখে প্রণয়পুলকে গদগদ হ'য়ে মস্তক অবনত ক'রে ভূমেতে পড়ছে।

তারা। নাথ! যে যেমন তার তেমনি উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে মিলন হ'লে কি উত্তমই দেখায়!—ঐ দেখুন চম্পকের আর ঝুমকালতার পরস্পরের মিলন কি নয়ন-রঞ্জনকর হ'য়েছে! আবার এদিকে দেখুন নিমের আর গুলঞ্চের কি গাঢ় প্রণয়! গুলঞ্চ বিচ্ছেদের ভয়ে অনন্ত নাগপাশের ন্যায় বাহু-শৃঙ্খলে পতির সর্ব্বাঙ্গ আবদ্ধ ক'রে কেমন গাঢ় আলিঙ্গন ক'রছে।—নাথ! গুলঞ্চের পতিনিষ্ঠা দেখে আমার ইচ্ছা হ'চ্চে যেন আমি তার মতন অনন্ত বাহু-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে নারীজীবনের সার পতিরূপ সারাল নিম তরুকে চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করি—আমাদের যেন তিলমাত্র বিচ্ছেদ না হয়।

পৃথ্বী। প্রণয়িনি! এসো, তুমি আমার জীবন-সর্ব্বস্ব! (তারার হস্ত লইয়া আপন গলদেশে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া) প্রিয়ে! দাম্পত্যপ্রেমের অনুরোধে বিশ্ব-জননী প্রকৃতির পাদপদ্মে মহাকাল যে রূপ চিরকালের জন্য আপন বক্ষঃস্থল সমর্পণ ক'রেছেন, আমিও সেইরূপ তোমাকে চিরকালের জন্য আত্ম বক্ষস্থল সমর্পণ ক'রলেম। প্রণয়িনি! তুমি আমার বক্ষঃস্থলে চির-সোহাগিনী—চিরসুখিনী হ'য়ে বিরাজ কর। আর প্রিয়ে! প্রার্থনা করি, তোমার মুখসরোজিনী থেকে

যে মধুমাখা কথাগুলি বেরিয়েছে, সে কথাগুলি যেন সফল হয় বিধাতা যেন কৃপা ক'রে আমাদের উভয়কে নিম আর গুলঞ্চের ন্যায় প্রণয়ী করেন—সংসারের দুঃখজ্বালা নিবারণের মহৎ ঔষধরূপ ধর্ম্মপত্নী তুমি আমার! গুলঞ্চ-লতার ন্যায় আমাকে চিরকাল জড়িয়ে থাক, আর আমি যেন তোমার জিতেন্দ্রিয় পতি হ'য়ে তোমা ছাড়া অন্য কামিনীর পক্ষে নিমের মতন তিক্ত বোধ হই।

(পত্রহস্তে দৌবারিকের প্রবেশ।)

দৌবা। নরেশ্বর! অমরাবতী থেকে জনৈক দূত এসেছেন, তিনি এই পত্র আপনাকে দিতে ব'ল্লেন।

পৃথ্বী। (পত্র গ্রহণ করিয়া) এ যে পার্ব্বতীর পত্র দেখছি।

তারা। নাথ! পার্ব্বতী?

পৃথ্বী। প্রিয়ে! পার্ব্বতী আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী, অমরাবতীর অধীশ্বর প্রাভুরাওয়ের মহিষী। (দৌবারিকের প্রতি) তুমি গিয়ে সেই দূতের যথাবিহিত সৎকার কর, আর তাকে বলিও বৈকালে আমার সহিত সাক্ষাৎ হবে।

দৌবা। যে আজ্ঞা নরেশ্বর!

(দৌবারিকের প্রস্থান।)

তারা। ছোট্‌ঠাকুরঝিকে আমার ভারি দেখবার ইচ্ছে হ'চ্চে, যাতে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় তা আমাকে ক'র্‌তে হবে। আচ্ছা নাথ! বলুন দেখি? (পৃথ্বীরাজের হস্ত হইতে পত্র লইয়া) আচ্ছা বলুন দেখি? পত্র না খুলে এ পত্রের মর্ম্ম কি?

পৃথ্বী। (সহাস্যে) প্রিয়ে! আমি ত আর জ্যোতির্ব্বিত্তা নই যে পত্র না প'ড়ে তার মর্ম্ম অবগত হব, তবে অনুমানে এই পর্য্যন্ত ব'ল্‌তে পারি যে, পাগলা পার্ব্বতী ভারি অভিমানিনী, আমাদের এই হঠাৎ বিবাহ হ'য়ে গেল, এ উপলক্ষে তাকে আনতে পাঠান হয় নাই, বোধ হয় সেইজন্য অভিমানসূচক কোন অনুযোগ ক'রে পত্র লিখে থাকবে।

তারা। নাথ! আমার বোধ হয় ঠাকুরঝি আমার কাছ থেকে ননদখেমি আদায় করবার জন্যে আপনাকে তাগিদ পাঠিয়েছেন। স্ত্রীলোক আপন প্রাপ্য আদায় ক'র্‌তে যেমন মজবুত তেমন পুরুষে নয়। আচ্ছা নাথ! যদি আমার কথাটি সত্য হয় তবে কি হারবেন বলুন?

পৃথ্বী। প্রিয়ে তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব, তোমার কাছে দেহ প্রাণ মন সকলি হেরে ব'সে আছি, আর কি হারবো বল? এর চেয়েও যদি বেশী হার চাও তবে এখন পতি ব'লে সম্বোধন ক'র্‌চ, তখন নয় দাস ব'লে সম্বোধন ক'রো আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার আজ্ঞা পালন ক'র্‌বো।

তারা। প্রিয়তম! মিথ্যা পরিহাস ক'রে উড়িয়ে দিলে আমি ছাড়বো না। বলুন, যদি আমার কথাটি সত্যি হয় তবে আজি ঠাকুরঝিকে আনতে পাঠাবেন?

পৃথ্বী। আচ্ছা প্রিয়ে তাই হবে, তার জন্যে অত উতলা হ'চ্চো কেন? আমি আরো ব'লৃচি যদি তোমার কথাটি সত্য নাও হয়, তবুও পার্ব্বতীকে আনতে পাঠাবো, আর সে এসে পৌঁছিলে আমি এক মজার কৌশল ঠাউরে রেখেছি, তোমাদের ননদে ভা'জে এমনি কোন্দল বাদিয়ে দেবো তা দেখে আজ রাজপুরীর সমস্ত লোক হেসে সারা হবে।

তারা। আচ্ছা! এ বেশ কথা, দেখবো ঠাকুরঝির কোমরে কত জোর। এখন পত্র পড়ুন (পৃথ্বীরাজকে পত্র প্রদান।)

পৃথ্বী। (পত্র খুলিয়া পাঠ)—"দাদা, আর অপমান সহ্য হয় না! পতি যে আমার পানাসক্ত হ'য়ে, বেশ্যাসক্ত হ'য়ে আমার উপর বিরূপ হ'য়েছেন সে খেদ করি না। আমি মনে মনে ধৈর্য্যাবলম্বন ক'রেছি, পূর্ব্বজন্মে এমন কি তপস্যা ক'রেছিলেম যে এ জন্মে পতিসোহাগিনী হ'য়ে চিরসুখিনী হবো! কিন্তু ধর্ম্ম-পত্নী হয়ে পতির বেশ্যার পাদুকা আর বহন ক'র্‌তে পারি নে, এখন মরণ হ'লেই বাঁচি—বউকে আমার নমস্কার জানিও।

"তোমার চিরদুঃখিনী অভাগিনী ভগ্নী,——পার্ব্বতী।"

তারা। কি সর্ব্বনাশ! আহা! ঠাকুরঝি আমার কি জ্বালাই ভোগ ক'র্‌ছেন!

পৃথ্বী। (সক্রোধে) আজ সে নরাধম প্রাভুরাওকে তার ঘৃণিত আচারের প্রতিফল দেবো। এত বড় স্পর্দ্ধা! ধর্ম্মপত্নীর অপমান ক'রে বেশ্যার আদর করে? ধিক! ধিক! ধিক জীবন! প্রিয়ে! আমি অদ্যই আহারান্তে অমরাবতী গমন ক'রবো।

তারা। নাথ! কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে গমন ক'রবেন আমি বাধা দিতে সাহসী হই না, কিন্তু প্রিয়তম! আমার অন্তঃকরণ কেন এত ব্যাকুল হ'লো? নাথ! আমার হৃদয় কেন এমন অস্থির হ'য়ে উঠলো? আবার এই যে অমঙ্গল-সূচক দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হ'চ্চে।

পৃথ্বী। প্রণয়িনি! কিছুমাত্র চিন্তা নাই, আমি কল্যই প্রত্যাগমন ক'রবো, কেবল অদ্যকার যামিনী মাত্র সেখানে অবস্থিতি ক'রতে হবে। আহা! পতিপ্রাণা সতীদের তিলমাত্র পতিবিচ্ছেদও কি দুঃসহ! প্রিয়ে, গাত্রোত্থান কর, চল মধ্যাহ্ন ক্রিয়াদি সমাপন করা যাক গিয়ে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অমরাবতীর রাজভবন—প্রাভুরাওয়ের শয়নাগার।

(পর্য্যঙ্কোপরি প্রাভুরাও নিদ্রিতাবস্থায়।)

পৃথ্বী। (প্রাভুরাওয়ের মস্তকোপরি অসি উত্তোলন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে) ও রে নরাধম বেশ্যাসক্ত পাপাত্মা! তোর এত বড় স্পর্দ্ধা, তুই ধর্ম্মপত্নীকে বেশ্যার পাদুকা বহন করাস্? এই তরবারি আঘাতে তোর শিরশ্ছেদন ক'রে তোর দুষ্টাচারের সমুচিত ফল দিচ্চি, রোস্—

প্রাভু। (নিদ্রাভঙ্গের পর ত্রাসে করযোড় পূর্ব্বক) য়্যা—য়্যা আমাকে ক্ষমা কর, আমার জীবন রক্ষা কর, আমি তোমার চরণ স্পর্শ কচ্চি। (দুই হস্তে পৃথ্বীরাজের পদ ধারণ।

পৃথ্বী। তুই কি ক্ষমার পাত্র? নরাধম! তুই রাজপুত কুলের কলঙ্ক! সমাজের কণ্টক! অসাধু-কার্য্যপ্রিয়! কদর্য্যাচারী পাষণ্ড! তুই বেশ্যার আমোদবর্দ্ধনের অনুরোধে ধর্ম্ম-পত্নীর অবমাননা করিস্! হতজ্ঞান, ঘৃণিত পশু! তোকে বিনাশ ক'রে আজ ভদ্র সমাজের কণ্টক দূর ক'রবো।

(পার্ব্বতীর বেগে প্রবেশ।)

পার্ব্বতী। (পৃথ্বীরাজের চরণে পড়িয়া কাতরস্বরে) দাদা, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন! পতি সদয়ই হন আর নির্দ্দয়ই হন, কিন্তু নারীজাতির পতি বই আর গতি নাই, দাদা, আমাকে কি বৈধব্য অনলে নিক্ষেপ ক'রবেন ?

প্রাভু। (ক্রন্দন স্বরে) পার্ব্বতী! আমার ঘাট হ'য়েছে, আমি আর এমন কর্ম্ম ক'রবো না, তোর দাদাকে ব'লে আমাকে বাঁচিয়ে দে, বাবারে গেলেম।

পৃথ্বী। ধিক জীবন! এখনও তোর ঘৃণিত জীবন রাখতে সাধ আছে ?

প্রাভু। তোমার পায়ে পড়ি আমায় রক্ষা কর—

পৃথ্বী। তোল্ নরাধম, আপনার মস্তকে পার্ব্বতীর পাদুকা তোল্, অবিলম্বে তোল্, যদি এ ঘৃণিত জীবন রাখতে বাসনা করিস্।

প্রাভু। (পার্ব্বতীর পাদুকা লইয়া আপন মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক) আমাকে ছেড়ে দাও, এই আমি ঘাট মান্‌লেম। (স্বগত) উঃ বাবা কি অপমানরে! মাগের জুতো মাথায় ক'র্‌তে হ'লো! আচ্ছা আমি এর শোধ নেবো—যদি বিষে প্রাণ সংহারের শক্তি থাকে তবে পৃথ্বীরাজ অবশ্যই যমালয়ে যাবেন!

পৃথ্বী। (অসি কোষস্থ করিয়া) পার্ব্বতি! আমি তবে এখন চল্লেম।

পার্ব্বতী। তা কি হয় দাদা, এ রাত্রে কোথায় যাবেন, আজ এখানে অবস্থিতি করুন, কাল প্রাতে তখন যাবেন।

প্রাভু। (কপট সৌহার্দ্য প্রকাশ পূর্ব্বক) বলি ভাই পৃথ্বীরাজ! আমার উপর রাগই কর আর যাই কর, আমি কি তোমাকে না খাইয়ে ছেড়ে দিতে পারি? যাও পার্ব্বতি, পরিচারিকাদের ভোজনের আয়োজন ক'র্‌তে বল গিয়ে। (পৃথ্বীরাজের কর ধারণ করিয়া) এস ভাই, আহার ক'র্‌তে যাওয়া যাক!

(সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

টৌডানগরের অনতিদূরে রাজপথে বৃক্ষমূলে।

(পৃথ্বীরাজ, সংগ্রামদেব এবং জনৈক অনুচর আসীন।)

পৃথ্বী। দেখ সংগ্রামদেব! আমার শরীরটে আজ অবসন্ন হ'য়ে আস্‌ছে কেন? আমি মনে ক'রলেম যে, এই বৃক্ষছায়ায় কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম ক'রলে শ্রান্তি দূর হবে, কিন্তু কিছুই হ'লো না, বরং আরো দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌ছি, অঙ্গ সব অবশ হ'য়ে আস্‌ছে, আর মস্তক এমনি ঘুর্‌ছে যে আর বস্‌তে সক্ষম হচ্চি না।

সংগ্রাম। যুবরাজ! এর কারণটা কি? কাল রাত্রে ত কোন আহারাদির অত্যাচার হয় নাই? নিদ্রার অভাব হয় নাই ত?

পৃথ্বী। না! আহারাদির যে কোন বিশেষ অত্যাচার হ'য়েছে তা ব'ল্‌তে পারি না, তবে নিদ্রার ত্রুটি হ'য়েছে ব'ল্‌তে হবে। আর কাল প্রভুরাও আমাকে এক মোদক দিয়ে ব'লেছিল যে এ বড় চমৎকার মোদক, শরীর দুর্ব্বল হ'লে,

বা আত্যন্তিক পরিশ্রম হ'লে এর কিঞ্চিৎ আহার ক'রলে তৎক্ষণাৎ শরীর সবল হয়, আর মনে স্ফূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। আমি তাই সত্য বিবেচনা ক'রে এইমাত্র সেই মোদকের কিঞ্চিৎ আহার ক'রেছি, কারণ গত রাত্রে নিদ্রার অভাবে আমার মনে স্ফূর্ত্তি ছিল না, সুতরাং প্রাভুরাওয়ের প্রদত্ত মোদকের গুণ পরীক্ষা ক'রতে ইচ্ছা হ'লো, কিন্তু সেই মোদক ভক্ষণের পরক্ষণ অবধি আমার শরীরের জড়তা বৃদ্ধি হ'চ্ছে।

সংগ্রাম। (সন্দেহ এবং ভয়যুক্ত হইয়া) মোদক ভক্ষণ ক'রেছেন? কই দেখি, সে কিরূপ মোদক?

পৃথ্বী। (সংগ্রামদেবকে মোদকের কৌটা প্রদান) এই লও।

সংগ্রাম। (কৌটার ভিতর হইতে কিঞ্চিৎ মোদক লইয়া মনোনিবেশপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়া, সভয়ে) কি সর্ব্বনাশ! এ যে কালকূটমিশ্রিত মোদক দেখ্‌চি! হা! নরাধম প্রাভুরাও!

পৃথ্বী। আমি আর বস্‌তে পারি না, আমাকে এই স্থানে শয়ন ক'রতে হ'লো। আমার তারাকে সংবাদ দাও। (ভূমিতে শয়ন।)

সংগ্রাম। (অনুচরের প্রতি) দেখ বল্লভ, তুমি যত দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইতে পার তত বেগে গমন ক'রে

যুবরাজের মহিষীর নিকট সংবাদ দাও, তিনি যেন অবিলম্বে রাজবৈদ্যকে সঙ্গে ল'য়ে এখানে এসে উপস্থিত হন্। ধাও সত্বর—

বল্লভ। যে আজ্ঞা মহাশয়, আমি চল্লেম।

(অনুচরের প্রস্থান।

পৃথ্বী। আমার কণ্ঠ শুষ্ক হ'চ্চে, আঃ ভারি পিপাসা হ'চ্চে, একটু জল দাও।

সংগ্রাম। আমি জল আনচি, আপনি একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করুন।

(সংগ্রামদেবের প্রস্থান এবং কিঞ্চিৎ পরে
পদ্মপত্রের ঠোঙ্গাতে জল আনিয়া
পৃথ্বীরাজকে প্রদান।)

এই লউন জল পান করুন—

পৃথ্বী। (পত্র ঠোঙ্গা গ্রহণ পূর্ব্বক জল পান) আঃ! সংগ্রাম! তুমি আমার প্রাণের বন্ধু! এসো আমাকে একবার জন্মের শোধ আলিঙ্গন কর, আমাকে কোলে ক'রে বসো—

সংগ্রাম। (পৃথ্বীরাজের মস্তক আপন অঙ্কে রাখিয়া, সজলনয়নে) হা বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল। (পৃথ্বীরাজের বদন নিরীক্ষণ করিয়া, স্বগত) হায়! হায়!

হায়! এ যে নিশ্চয় মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ দেখছি! মরি! মরি! শশধরের ন্যায় উজ্জ্বল মুখমণ্ডল আজ মৃত্যুর নীলিমায় মলিন হ'লো! হায়! হায়! হা নরাধম পামর প্রাভু! তোর মনে এই ছিল! হা পতিপ্রাণা তারা! তোমার অদৃষ্টে এই ছিল!

পৃথ্বী! (কাতর স্বরে) আঃ—প্রা—আণ যে যা—আয়—আর যাতনা সহ্য হয় না! (অর্দ্ধোক্তি।) আমার তারা কই! তারা! তারা!

সংগ্রাম। তিনি আগতপ্রায়, একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। (পৃথ্বীরাজের নয়ন সমাচ্ছন্ন দেখিয়া) হায়! কি হ'লো! আর যে জীবনের আশা কিছু মাত্র নাই! নয়ন মুদিত হ'য়ে আসছে! হায়! হায়! হায়! (দূরে তারা এবং অনুচরগণকে নিরীক্ষণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে) রাজমহিষি শীঘ্র আসুন,—শীঘ্র আসুন।

পৃথ্বী। (অতি ক্ষীণ কাতর স্বরে অর্দ্ধোক্তিতে) আমার তারা! তা—রা—ক—ওই! তা—আ—আ—রা (মৃত্যু।)

সংগ্রাম। (রোদন করিতে করিতে) হা বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল! হা মৃত্যু! তুমি অকালে হিন্দুর গৌরবসূর্য্যকে অস্তমিত ক'রলে! হা মাতঃ ভারতভূমি! তুমি আজ হতভাগিনী হ'লে! মা গো! তোমার দাসীত্ব মোচন করবার জন্যে আর কে জীবন দান দিতে অগ্রসর হবে? হা পতিপ্রাণা তারা! তোমার আজ সর্ব্বনাশ হ'লো!

(বেগে তারা, রোহিণী এবং রাজবৈদ্যের প্রবেশ।)

তারা। (ব্যগ্রতার সহিত) কই সংগ্রামদেব, আমার প্রাণেশ্বর কেমন আছেন?

সংগ্রাম। (রোদন করিতে করিতে) আর কি ব'লবো রাজমহিষি! স্বচক্ষে দেখুন!

তারা। (রাজবৈদ্যের প্রতি) কবিরাজ মহাশয়! শীঘ্র দেখুন, আমার প্রাণেশ্বর কেমন আছেন?

রাজবৈদ্য। (পৃথ্বীরাজের কর এবং অঙ্গ স্পর্শ করিয়া বিষণ্ণভাবে) হায়! হায়! আর যে জীবনের কণামাত্রও দেখ্‌তে পাই না।

তারা। হা নাথ! (মূর্চ্ছা।)

(সংগ্রামদেব, রোহিণী প্রভৃতি সকলের রোদন)

তারা। (কিঞ্চিৎ পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া) সংগ্রামদেব! কতক্ষণ হ'লো আমার প্রাণেশ্বরের এরূপ অবস্থা হয়েছে?

সংগ্রাম। আপনার আস্‌বার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেও যুবরাজের বাক্যস্ফূর্ত্তি হচ্ছিল।

তারা। প্রাণেশ্বর আমায় কি বলছিলেন?

সংগ্রাম। (রোদন করিতে করিতে) রাজমহিষি! তা আর ব'লব কি? যুবরাজ আপনার নাম জপমন্ত্র ক'রে চিরপ্রণয়স্বরে গান ক'র্‌তে ক'র্‌তে যেন অসহ্য বিষের জ্বালা নিবারণ ক'র্‌ছিলেন। হায়! যখন "আমার তারা কই—তার

কই” ব’লে তিনি নয়নতারা মুদিত ক’র্‌লেন, তা দেখে আমার হৃদয় একেবারে শোকানলে দগ্ধ হ’য়ে গেল ! হায় ! হায় !

তারা। (পৃথ্বীরাজের শবকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে) প্রাণেশ্বর ! এই তোমার চিরকালের দাসী তারা এসেছে—নাথ ! একবার নয়নতারা মেলে দেখ ! নাথ ! নিদ্রা ভেঙ্গে উঠ—উঠ—উঠ নাথ !—তোমার দাসীকে ফেলে কোথায় যাও, নাথ ! আমার সঙ্গে যে কতবার পরামর্শ করেছিলে—নাথ ! আমাকে সঙ্গে ক’রে মোগল সম্রাটের বিপক্ষে মহাযুদ্ধে ল’য়ে যাবে, আর যদি হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার না ক’র্‌তে পারো তবে সস্ত্রীক সমরযজ্ঞে জীবন আহুতি দিয়ে ধরাশয়ন ক’র্‌বে- নাথ ! আজ কি সে সব ভুলে গেলে ? নাথ ! আজ কি অপরাধে আমায় ভুলে একা ধরাশয়ন ক’র্‌লে ? নাথ ! আমি তোমার চিরসঙ্গিনী, তা’ নাথ তুমি আপনিই আদর ক’রে ব’ল্‌তে, আজ কেন প্রাণেশ্বর সে কথাটি মিথ্যা হ’লো ? নাথ ! তুমি যে আমার সত্যের আদর্শ। তোমাতে ত কখন প্রবঞ্চনার আশঙ্কা হয় না—তুমি আমার চিরকাল সত্যবাদী, উদারচরিত্র, নইলে কি পামর নরাধম প্রাভুরাও তোমাকে কালকূট ভক্ষণ করাতে পারে ? হায় ! হায় ! হায় ! (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রোহিণীর প্রতি) সখি ! আমিই অপরাধিনী, হতভাগিনী—আমি সময়ে এসে উপস্থিত হ’তে পারি নাই, প্রাণেশ্বর কাতর

আপনার অকৃত্রিম প্রণয়ের সাহসে সাহসিনী হ'য়ে একটি ভিক্ষা চাই, দিয়ে কৃতার্থ করুন!

তারা। কি বল সখি! তোমাকে আমার অদেয় কিছু-মাত্র নাই।

রোহি। আমার প্রার্থনা এই যে আপনি ধর্ম্মার্থে জীবন ধারণ ক'রে রাজ্য শাসন করুন, প্রজাবর্গের মুখ চেয়ে আর কিছুকাল সংসারে অবস্থিতি করুন।

তারা। ছি সখি, তুমি আমাকে কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে বাধা দিও না। যে নারীর পতি নাই তার আবার ঐশ্বর্য্যে, রাজ্যে, জীবনে কি প্রয়োজন?—সখি! আমি কার দেহ, কার জীবন ল'য়ে ভূমণ্ডলে অবস্থিতি ক'রবো? পরম পূজ্য ইষ্টদেবতা পতি-পাদপদ্মে দেহ মন প্রাণ সকলি ত চির অর্পিত হ'য়েছে। সেই পতিই যখন ইহলোক ত্যাগ ক'রে পরলোকে গমন ক'রলেন, তখন কি আমার আর তিলমাত্র সংসারে অবস্থিতি করা উচিত? সখি! এ দেহে, এ জীবনে, আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই—পতিপ্রেমের বিনিময়ে সকলি চির-বিক্রীত হ'য়েছে। সখি! আমি যাঁর, তাঁর সঙ্গে আমাকে সত্বর পাঠিয়ে দাও—আর বিলম্ব ক'রো না।

(সংগ্রামদেবের পুনঃ প্রবেশ।)

সংগ্রাম। রাজমহিষি! আমার প্রতি যে হৃদয়বিদারক কার্য্যের আদেশ ক'রেছিলেন, তা সম্পাদিত হ'য়েছে।

সংগ্রাম। (রোদন করিতে করিতে) রাজমহিষি! আপনার আজ্ঞা কে হেলন ক'র্‌তে পারে? আপনি নারীকুল পবিত্র করবার জন্য সাক্ষাৎ ভগবতী দাক্ষায়ণী সতীরূপে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন! (স্বগত) হায়! আজ কি দুর্দিন! আজ আমাদের নিষ্কলঙ্ক পূর্ণিমার শশী রাজ-মহিষীকে অকালমৃত্যুরূপ রাহুতে গ্রাস ক'র্‌বে! হায়! হায়! হায়!—হায় রে! দুর্ভাগ্য বেদ্‌নোরবাসিগণ! তোরা আজ মাতৃহীন হ'লি! এমন অদ্বিতীয়া প্রজাবৎসলা শাসনকর্ত্রীর স্নেহময় রাজ্যশাসন তোদের অদৃষ্টে কি বিধাতা এই তিলমাত্র কালের জন্য লিখেছিলেন? হায় হায় হায়!

(গাত্রোত্থানপূর্ব্বক চিতার আয়োজন করিতে প্রস্থান।)

রোহি। (সজল-নয়নে) হায়! আজ কি সত্যই আমাদের সুখতারা চিরদিনের জন্য অস্তমিত হ'লো!—রাজ্যেশ্বরি! আর কে তোমার সিংহাসন উজ্জ্বল ক'র্‌বে? আর কে প্রজাপুঞ্জকে মাতৃস্নেহে প্রতিপালন ক'র্‌বে? আপনার স্নেহময় চন্দ্রাননের অদর্শনে কেমন ক'রে তারা প্রাণধারণ ক'র্‌বে? হায়! হায়! হায়! (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) আজ কি আমাদের সকলকার মায়া একবারে কাটিয়ে চল্লেন? (তারার হস্তধারণ পূর্ব্বক) হৃদয়েশ্বরি!

আপনার অকৃত্রিম প্রণয়ের সাহসে সাহসিনী হ'য়ে একটি ভিক্ষা চাই, দিয়ে কৃতার্থ করুন!

তারা। কি বল সখি! তোমাকে আমার অদেয় কিছু-মাত্র নাই।

রোহি। আমার প্রার্থনা এই যে আপনি ধর্ম্মার্থে জীবন ধারণ ক'রে রাজ্য শাসন করুন, প্রজাবর্গের মুখ চেয়ে আর কিছুকাল সংসারে অবস্থিতি করুন।

তারা। ছি সখি, তুমি আমাকে কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে বাধা দিও না। যে নারীর পতি নাই তার আবার ঐশ্বর্য্যে, রাজ্যে, জীবনে কি প্রয়োজন?—সখি! আমি কার দেহ, কার জীবন ল'য়ে ভূমণ্ডলে অবস্থিতি ক'রবো? পরম পূজ্য ইষ্টদেবতা পতি-পাদপদ্মে দেহ মন প্রাণ সকলি ত চির অর্পিত হ'য়েছে। সেই পতিই যখন ইহলোক ত্যাগ ক'রে পরলোকে গমন ক'রলেন, তখন কি আমার আর তিলমাত্র সংসারে অবস্থিতি করা উচিত? সখি! এ দেহে, এ জীবনে, আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই—পতিপ্রেমের বিনিময়ে সকলি চির-বিক্রীত হ'য়েছে। সখি! আমি যাঁর, তাঁর সঙ্গে আমাকে সত্বর পাঠিয়ে দাও—আর বিলম্ব ক'রো না।

(সংগ্রামদেবের পুনঃ প্রবেশ।)

সংগ্রাম। রাজমহিষি! আমার প্রতি যে হৃদয়বিদারক কার্য্যের আদেশ ক'রেছিলেন, তা সম্পাদিত হ'য়েছে।

তারা। এসো আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই—প্রাণেশ্বরকে চিতার উপরে ল'য়ে যাই।

রোহি। হৃদয়েশ্বরি! একান্তই কি আমাদের আজ শোকসাগরে নিক্ষেপ ক'রে চল্লেন? হায়! হায়! হায়! (রোদন।)

(সকলে পৃথ্বীরাজের শবকে বহন করিয়া নিকটস্থ চিতার উপর স্থাপন।)

তারা। (রোহিণীর হস্ত ধারণ করিয়া) সখি! এসো একবার জনমের শোধ আলিঙ্গন করি, তুমি আমার শৈশব-কালের সঙ্গিনী; চিরকালের ভালবাসা। যদি কখন কোন অপরাধ ক'রে থাকি, তবে ভালবাসার খাতিরে সব ক্ষমা কর। আর সখি, আমার বাসনা হ'য়েছে তুমি আমার পিতৃ-রাজ্যের অধিকারিণী হ'য়ে সুখে রাজ্য শাসন করো। আমি এই ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে তোমাকে আমার পৈতৃক রাজ্য দান ক'র্‌লেম। (রাজবৈদ্যের প্রতি) কবিরাজ মহাশয়! আপনিও সাক্ষী রইলেন, রাজসভাসদ সকলকে জ্ঞাত ক'র্‌বেন। (রোহিণীর প্রতি) আর সখি! আমার মনে একটি সাধ হ'য়েছে সেই সাধটি তোমাকে মিটাতে হবে। সখি! আমি এই মাত্র অভিলাষ করি, তুমি সংগ্রামদেবকে পতিত্বে বরণ ক'রে উভয়ে সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর, তা হ'লে আমি চিরসুখিনী হবো। আর সখি! আমার বস্ত্র অলঙ্কারগুলি

অনাথ দীন দুঃখীদের বণ্টন ক'রে দিও। আর ত কি
ক'র্‌তে পারিনে—ঐ দেখ, নাথ আমাকে ভ্রূভঙ্গি ক'
ডাকছেন। সখি! জনমের মত বিদায় হই। (রোহিণী
আলিঙ্গন করিয়া, সংগ্রামদেবের প্রতি) সংগ্রামদেব! কবির
মহাশয়! আপনারা সকলে আমাকে ক্ষমা ক'র্‌বেন, ত
আমার হ'য়ে সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'র্‌বে
(পৃথ্বীরাজের চিতা প্রজ্জ্বলিত করিয়া, সপ্তবার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক
চিতানল! তুমি ইহলোক থেকে পরলোকে ল'য়ে যাবার
তোমাতে আরোহণ করি, তুমি আমাকে সত্বর পতিসা
ল'য়ে যাও! অন্তর্যামিন্! বিশ্বনাথ! তোমাকে সব
বাঞ্ছাকল্পতরু বলে—আজ কৃপা ক'রে এ দাসীর মনোব
পূর্ণ কর। (পৃথ্বীরাজকে সম্বোধন করিয়া) নাথ!
তোমার দাসী এসেছে—প্রাণেশ্বর আর কি চির-অধিনীর উ
মান করা ভাল দেখায়? নাথ! দাসী ব'লে কি একটু
হয় না? শ্রীপাদপদ্মে স্থান দাও। (চিতা প্রবেশ।)

(রোহিণী এবং সংগ্রামদেবের উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন।)

সংগ্রাম। হায়! হায়! কি হলো! আমাদের স্নেহ
জননী আজ আমাদের ছেড়ে কোথায় চল্লেন! হায়! হায়

(যবনিকা পতন।)

সমাপ্ত।